শ্রীবিশ্বরূপিণী নামক

নাটক।

শ্রীভূতনাথ সুর দ্বারা

প্রণীত।

শ্রীযুত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

সংশোধিত হইয়া

কলিকাতা

হিন্দু প্রেসে মুদ্রিত।

আহিরীটোলা ৯২ নং বাটী।

সন ১২৭৩ সাল ২৫ জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীবিশ্বরূপিণী নামক

নাটক।

সমস্ত রাজগুণশালী করাসিস অধিপতির অধীনস্থ সহর
চন্দননগর যাহার দ্বিতীয় নাম করাসডাঙ্গা তদন্তঃ-
পাতি সংকীর্ত্তনের বাগান যাহার অন্য নাম
নাড়ুয়া তত্র নিবাসী ভূতনাথ সুর যাহার
আর নাম কৃষ্ণদাস সুর ডাক্তার তদ্দারা
বিরচিত হইয়া নবগ্রাম নিবাসী শ্রীল
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
সংশোধিত হইল।

কলিকাতা

হিন্দু প্রেসে মুদ্রিত।

আহিরীটোলা ৯২ নং বাটী।

সন ১২৭৪ সাল ২৫ জ্যৈষ্ঠ।

সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
অথ গ্রন্থারম্ভ	১
" সাধুর মনকে প্রবোধ	২
" সাধু পত্নীর উক্তি	৫
" সাধুর উক্তি	৬
" সাধু পত্নীর উক্তি	১৫
" রমণীকে জগদ্রূপে বর্ণনা	১৮
" সপ্তদ্বীপা ক্ষিতি বর্ণনা	১৮
" অপ বর্ণনা	১৯
" তেজঃ বর্ণনা	২০
" মরুদ্বর্ণনা	২১
" ব্যোম বর্ণনা	২২
" নক্ষত্রাদি শুক্লপক্ষ বর্ণনা	ঐ
" কৃষ্ণপক্ষ বর্ণনা	২৫
" নবগ্রহ ও দ্বাদশ রাশী বর্ণনা	২৭
" ষড়ঋতু বর্ণনা প্রথম গ্রীষ্ম বর্ণনা	৩০
" বরষা ঋতু বর্ণনা	৩২
" শরদৃতু বর্ণনা	৩৪
" শিশির ঋতু বর্ণনা	৩৬
" হিমন্ত ঋতু বর্ণনা	৩৮
" বসন্ত ঋতু বর্ণনা	৩৯

সূচীপত্র।

" প্রথম মনুজ বা জরায়ুজ বর্ণনা ৪৩

" দ্বিতীয় অণ্ডজ বর্ণনা ৪৫

" তৃতীয় স্বেদজ বর্ণনা ৪৭

" চতুর্থ উদ্ভিজ্জ বর্ণনা ৪৮

" সাধু পত্নীর উক্তি ৫২

" সতীর প্রশ্ন পতির উত্তর ৫৪

" জগদীশ্বর উদ্দেশে নায়িকার বক্তৃতা ... ৫৭

" রমণীকে সর্ব্ব শক্তিরূপে বর্ণনা ৫৮

" কৃষ্ণকালী বর্ণনা ৬৪

" প্রভাত বর্ণনা ৬৬

" নাটক আরব্ধ ... ... ঐ

" দুই প্রহর বর্ণনা ৭৫

" বৈকাল বর্ণনা ৮২

" সন্ধ্যা বর্ণনা ৮৪

" পরম হংসের বক্তৃতা ৮৯

সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

ভূমিকা।

শ্রী বিশ্বরূপিণী নাম্নি এই অভিনব গ্রন্থখানি গদ্য পদ্য ছন্দে বিন্যস্ত হইয়া পাঠক মণ্ডলি মধ্যে প্রার্থনা করিতেছে, যে তাঁহারা ঐ গ্রন্থে নেত্র বিনিক্ষেপ পুরঃসর দোষ ত্যাগে সতৎপর হইয়া উহাকে পবিত্র করিতে যত্নযুক্ত হয়েন। যদিচ গাথা খানি, কোন গুণেই গণনীয় নহে তত্রাচ গণনীয় গুণিগণ সগুণে এই নির্গুণের গুণে বাধিত হইয়া একবার আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিবেন। মহাশয়েরা মহতি গুণ গরিষ্ঠ গ্রন্থ সকল পাঠ করেন বলিয়া যে ক্ষুদ্র লিপি পংক্তি কয়েকটি পাঠোপযোগী নহে, ইহা বিবেচনা করিবেন না। শ্রীনন্দের নন্দন যিনি বাসুদেব, তিনি গোকুলে ক্ষীর সর ছানা ননী খাইয়াও বিদুরের তণ্ডুল কণায় পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। গন্ধবহ নাম ধারণ করিলে সকল গন্ধই বহন করিতে হয়। যদ্রূপ শাকান্ন পায়সাদি আহার করিয়াও কেহ কেহ শাক পাচিকাকে ধন্যবাদ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ অন্ধকে সহস্রাক্ষ বলার ন্যায় আমার এই রচনা খানি পাঠক [illegible]হের অনাদৃতা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি নানা বর্ণের বিচিত্র কয়েকটি পত্র মাত্র এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। যদি ইহাতে অন্য কোন কিছু পাইবার ইচ্ছা করেন, তবে আমি উজবুক বাবুর ভত্তার ন্যায় অপ্রস্তুত হইব। কোন উজবুক বাবু নূতন কলিকাতায় আসিয়া কোন দোকানে একটা [illegible]

কপি ক্রয় করিয়া ক্রমশ তাহার পত্র সকল খসাইতে খসা-
ইতে ভাল কপি নিশেষিত হইলে, তিনি সক্রোধে ভৃত্যকে
কহিলেন যে, সকলি পাতা এর ভাল কইরে বোকা ইত্যাদি
আমার প্রভুর কথা কি বলিব জগদীশ্বরের করুণা জ্যোতি
ব্যতীত পৃথিবীতে কোন বস্তু ও নির্ম্মল নহে, ও লোকের
অপ্রিয় ও নহে। নিম্বপত্র তিক্ত হইয়াও জনগণের আহার্য্য
পটল লতা তিক্তোক্ত হইলেও পিত্ত ত্যক্ত নামে ব্যক্ত,
আদ্রক ঝাল হইয়াও লোকের প্রিয়, লঙ্কা ডঙ্কা মারা ঝালেও
নিশঙ্কায় ব্যক্তি বৃহের মনঃ রঞ্জন করিতেছে, লবঙ্গ তীব্র
ঝাল তবু মুখের তম্বুল সাথী, খদির তিক্ত বলিয়াকে ত্যক্ত,
পনস কণ্টকী হইয়াও মধুর, আম্র টক রস হইয়াও মধুফল
নামে বিখ্যাত, মধুর আনারসে ও কর পত্র, রত্নাকর সমু-
দ্রের জল লবনাম্বার, গঙ্গাদেবী বিবিধ ময়লায় মলিনা হই-
য়াও পতিত পাবনী নামে বিশ্ব শোভা করিয়াছেন, সরো-
বর ক্ষুদ্র হইয়াও ভদ্রগণের ভদ্র, সরোজিনী কণ্টক মৃণালা
হইয়াও সূর্য্যের ভার্য্যা কণ্টকী গোলাপ ও আলাপ যোগ্য,
মৎস্যও আমিসাবৃত, মিষ্টান্নেও পতঙ্গ পাখা পিপীলিকা
পাদ, চন্দ্র সূর্য্য ও রাহু গ্রস্ত, শিবের ও নীলকণ্ঠ, হরির অনন্ত
শয্যা, এইরূপ পৃথিবীস্থ সমস্তই সুনির্ম্মল নহে। কিন্তু
যেমন কুঁদ যন্ত্রে তির্য্যক দারু সুচারু [illegible] লাভ করে, যেমন
স্বর্ণপাত্রে শস্য সকল বিমল রূপ ধারণ করে, যেমন মরাল
মুখে সজল দুগ্ধ বিজল রূপ প্রবেশ করে, সেমত [illegible]
অঙ্গার স্বাম মসী মূর্ত্তি মুক্ত হইয়া অগ্নি রূপে শোভা করে,
সেমত শরীর সকল [illegible] ভাবে সমুচ্ছ হইয়া সমুদ্র রূপে

স্তুতি করে, তদ্রূপ মৎকৃত এই সামান্য পুস্তকখানি মহাত্মা মহোদয় মণ্ডলী মধ্যে উদিত মাত্র শোধিত হইয়া বিমলা নাম ধারণ করুক, কিমধিকং অল্পমেনেতি। আমার ইচ্ছা ছিল যে এ যাত্রা ভূমিকা লিখেই কালযাপন করিব, কিন্তু পোড়া বিধাতা আমাকে সে সুখে বঞ্চনা করিল, শোকে তাপে জ্বর জ্বর কাজে কাজেই ভূমিকা লেখা বন্ধ করিতে হইল। দেখি যদি কিছুকাল ফিকির করে বাঁচিতে পারি তবে জীবনাবধি কেবল ভূমিকাই লিখিব আর কোন কর্ম্ম করিব না। মায়াপুরের হাট হইতে এক দল যাত্রা, রাজা বাহাদুরের বাটীতে কলহরি পুজায় যাত্রা করিতে আসিয়াছিল, আহা তাহারা সাধু বলিলেই হয়, তাহারা সুর সম্পাদনে অতি মনঃযোগী, তাহাদের সুরের উপর এরূপ যত্ন যে রাত্র ৯ নয় ঘটিকার সময় সুর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া পর দিন সন্ধ্যা অবধি ও একতান মনে সুর সন্ধানে অত্যন্তোদ্যোগী ছিল, কিন্তু পোড়া লোকেই কেবল যাত্রা হলোনা যাত্রা হলোনা বলিয়া গোলমাল করিয়া তাহাদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া দিল। আমি সেই ভয় প্রযুক্ত ভূমিকা লেখা শান্ত হইয়া পুস্তক রচিতে নিযুক্ত হইলাম। আমাদের পাড়ার হরিহর মিত্র বলিতেন, লিখিতে তো সবাই জানে, কাগজ ভাঁজা কালিকরা কলম কাটাইত কাজ, কিনু পরামানিক ক্ষৌরির দুই মাস পূর্ব্বে খুব শানিয়া ও মনমত ক্ষৌরি করিতে নাকে কান্দিত। তা মহাশয়েরা গো কাকে কি বলিব সকলি জগদীশ্বরের ইচ্ছা।

———

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

চৌপদী।

নমঃ নমঃ নিরাঞ্জন, অখণ্ড ভঞ্জন গঞ্জন,
বিশ্ব মানস রঞ্জন, তব নাম জাচায় জাচায়।
গুণাতীত গুণ তব, গুণ হীন কত কব,
বেদেতে বিদিত সব, ষড়চক্রে বাচায় বাচায়॥
শুনহে পরম পিত, ও নাম যোজিত গীত,
পাঠে চিত হরষিত, করিবারে নাচায় নাচায়।
দুরাশা মন্ত্রির রথে, ফেরে মন্দ পথে পথে,
আমায় লইতে সাথে, কতমতে নাচায় নাচায়॥
বারেক না ভাবে মনে, নিস্তার হবে কেমনে,
পাখি প্রায় সর্ব্বক্ষণে, ভ্রমে ভ্রম খাঁচায় খাঁচায়।
আমি যাহা বলি প্রভু, তাহা নাহি শুনে কভু,
শিশুশিক্ষা অবু তবু, পড়াতেছি ধাঁচায় ধাঁচায়॥
আশু শিক্ষা শিশুবোধ, পড়াইতে অনুরোধ,
করি তবু নাহি বোধ, বুঝি সব কাঁচায়২।
পাকিলে পাকিবে আস্, পাকে গেরো পাকে ফাঁস,
পাকিলে না লোবে বাঁস, চেষ্টামাত্র কাঁচায়২॥
ভুলিয়ে তোমার নাম, কেহ কৃষ্ণ কেহ রাম,
কেহ কালী কেহ শ্যাম, এই বলে চেঁচায়২।
সমর পাষণ্ডে গণ্ডে, মতান্তর দণ্ডে দণ্ডে,
কালের করাল দণ্ডে, বুঝি মুণ্ড ছেঁচায়২॥
জ্ঞান-বৃক্ষে নাহি ফল, মূল গেল রসাতল,
বিষয় বাসনা বল, বিষ বারি ছেঁচায় ছেঁচায়।
ছলিলে কেমন মালি, তাঁহারে কি দিবে ডালি,
দেখ বুঝি দিয়ে গালি, দেহ ভিটে বেচায়২॥

গ্রন্থকর্ত্তার খেদ।

পয়ার।

ভুতনাথ বলে ওহে কৃষ্ণদাস ভাই।
স্ত্রী বিশ্বরূপিণী, আমি মনঃ বলে পাই॥
সতীত্ব সুধাসিন্ধুর জন্ম, সেই স্থানে।
পাঁচালি উঠিয়াছিল যথা বাল্যজ্ঞানে॥
সেই বনে থাকি বটে কিন্তু বন্য নয়।
অঘন্য অগণ্য কেহ ধন্য নাহি কয়॥
পাঞ্চালী পঞ্চালী প্রায় পাঁচে লুটে খায়।
সতীত্ব সুধাসিন্ধু ও সেই রূপ প্রায়॥
মুদ্রাঙ্কিতাবধি মুদ্রা নাহি এসে পাশ।
মুদ্রাকর্ত্তা মুদ্রা দোষে মুদ্রা করে গ্রাস॥
ভেবে কুটে মরি কিন্তু আসলে না রই।
চিনির বলদ প্রায় অকাতরে বই॥
দেখ হে বান্ধবগণ কত জ্বালা সই।
যার ধন তার নহে নেতো মারে দই॥
প্রসব হইতে মাতা কত কষ্ট পায়।
অন্ন প্রাসনেতে সবে লুচি মণ্ডা খায়॥
ওই যে কথায় বলে জন্ম দিলে হাঁসা।
হাস্যমুখে ডিম খায় পিতাম্বর চাসা॥
তপস্যায় ভগীরথ ভাগিরথী পায়।
অন্যরে বাজায়ে ঘন্টা দেশে লয়ে যায়॥

গ্রন্থকর্ত্তার খেদ।

দেখে শুনে মনে গুণে করিলাম স্থির।
স্ত্রী বিশ্বরূপিণী রূপে ছাড়িলাম তীর॥
মুদ্রাঙ্কিত আমা ভিন্ন অন্য যদি করে।
দণ্ডেতে দণ্ডিত হবে রাজার বিচারে॥
বাপের না থাকে ঠিক কাপের মতন।
মর্ম্মান্তিক এই কর্ম্মে তাহার যতন॥
কৃতাঞ্জলি করপুটে করি নিবেদন।
পাঠক মণ্ডলিগণ করহ শ্রবণ॥
সতীত্ব সুধাসিন্ধুরে হেরে পুনর্ব্বার।
পরিবর্ত্ত করে দিব দৃশ্য অলঙ্কার॥
গীত সহ প্রীত ভাবে হইবে প্রকাশ।
পুরাইবে অভিনব রূপে অভিলাস॥
স্ত্রী বিশ্বরূপিণী যদি হয় আদরিণী।
লক্ষ্মী সরস্বতী রূপে বঞ্চিবে মেদিনী॥
ভূতনাথ রূপে আছি বৈদ্যনাথ আসে।
রামকৃষ্ণ বলি বলে কৃষ্ণদাস ভাসে॥

গ্রন্থকারের খেদ সমাপ্তঃ।

শুদ্ধিপত্র।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৮	হল	হৈল
৮	১	যে পদরজ	পদরজ
১৯	৬	ঢাকা	ঢাকো
৩৩	২৪	সাম্বরী	সাম্বরী
৩৪	১	সহিত	সহিতে
৩৫	২৪	নীলাম্বরের	নীলাম্বরে
৩৭	৫	নিমীলিন	নিমীলিত
৪০	১৯	মল্লিতা	মল্লিকা
৪৫	৭	হেরিত	হেরি
ঐ	৯	করবী	কবরী
ঐ	১৪	প্রিয়	প্রিয়ে
৬৩	২	মুখ	সুখ
৬৯	৬	সমালিন	সমাসীন
৭৫	৮	ক্রতে	ক্রমেতে
৭৬	২	এ জঘন্য	হে জঘন্য
৭৬	১৮	পর	পয়
৭৭	৪	অতৈল	অতৈল
৭৮	২	ডাল্লার	দালন্মার
৮৩	১৪	তুনি	তুমি

শুদ্ধিপত্র।

৮৪	২৩	পবন	পরম
৮২	১	দা	দাসী কহিতেছে পদ্মিনীর প্রেমের দায়েই পলায়ন করিতেছে তা আবার পদ্মিনী কে দেখিবে কি।
৮৯	৭	দর্প	সর্প
ঐ	৮	সর্প	দর্প

গ্রন্থারম্ভ।

গদ্য। কোন গৃহী ব্যক্তি, অধ্যয়ন ছলে ক্রমে ক্রমে পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ও তন্ত্র প্রভৃতি শিবসঙ্গীত, বৈশেষিকাদি মীমাংসা এবং শ্রুতি স্মৃতি বেদাদি বিদিত হইয়া, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গাশয়ে সন্তুষ্ট মানসে আহ্লাদিত ছিলেন। পরে একদা তাঁহার হৃদয়াকাশে, ভ্রান্ত কৃতান্ত সম, দুর্দ্দান্ত বোধ সূর্য্যের প্রখর বীর্য্য বিকসিত হওয়ায় তাঁহার অন্তঃকরণ অব্জিনী প্রস্ফুটিতা হইল। তদ্দ্বারা তদীয় জ্ঞান ভ্রমর ভ্রমণপর স্বতন্ত্র পুরঃসর একমেবাদ্বিতীয়ং ইত্যাদি বোধে চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক পরম পরাৎপর পরমাত্মায়, জীবাত্মা সম্প্রদান করত দারা পুত্র ও অপরাপর জনগণের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন স্নেহ ভিন্নভাবে অমৃতাচ্ছাদিত বিষরাশি সদৃশ অসার সংসারের সমস্ত আস্থায় নিরস্ত হইয়া মনকে যদ্রূপ শিক্ষা দান করিতেছেন তাহা পয়ার প্রবন্ধে লিপি বদ্ধ হইল।

পয়ার ।

শুন রে অবোধ মনঃ, প্রবোধ, বচন ।
মায়া-ঘোরে কারে কর, আপন আপন ॥
সকলে সঞ্চয় করে, আপন আপন ।
আপন ইচ্ছায় ভাবে, আপন আপন ॥
আপনে আপন বুদ্ধে, সবাই আপন ।
আপণ ভাঙ্গিলে সব, আপন আপন ॥
ক্রেতাগণে বলে অদ্য, অতিরিক্ত পণ ।
বিক্রেতায় বলে আজি, নাহি হল পণ ॥
যে মূল্যের দ্রব্যাদি না, হইল স্বপণ ।
কে জানে কে শুনে তাই, অজ্ঞাত স্বপন ॥
দান তোলা জন্য যবে, করিবে তাড়ন ।
তখন রে মনে মনে, পাইবি পীড়ন ॥
এই রূপ ভবহাটে, তব কেবা আছে ।
বিক্রয় হইলে কায়, কার পাবে কাছে ॥
কুটুম্ব বান্ধব কিবা, কিবা দারা পুত্র ।
স্বীয় নেত্র স্থির হলে, রবে তারা কুত্র ॥
মৃত্যুকায় মৃত্তিকায়, করিবে শয়ন ।
দৃষ্টিতে অক্ষম হবে, থাকিতে নয়ন ॥
চরণ থাকিতে নাহি, হইবে গমন ।
করের গ্রহণ-শক্তি, ঘুচিবে, তখন ॥
যে কর্ণে [illegible] শব্দ, করিছ গ্রহণ ।
সে কর্ণে মেঘের নাদ, হবে না শ্রবণ ॥

যে মুখে সর্ব্বদা হয়, শাস্ত্রাদি কৌতুক।
সেইকালে এই মুখ, হইবেরে মুক॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়, ইত্যাদি সকল।
ত্যজিয়া দন্তাদি জিহ্বা, হইবে অচল॥
আকুঞ্চন প্রসারণ, রবে কি তখন।
আয়ুলয়ে প্রাণ বায়ু, পলাবে যখন॥
কালের করাল মুখে, হইলে কবল।
ধন মনঃ পরিজন, তখন্ কে বল॥
অতএব এই বেলা, কররে সবল।
বেলা নাই বেলা নাই, রজনী প্রবল॥
কালরাত্রি হইল রে, ঘোর অন্ধকার।
জ্ঞানচন্দ্র বিনা জীব, হবি অন্ধাকার॥
এক মনে এক ধ্যানে, হও সযতন।
কি কর কি কর মন, সত্য সনাতন॥
যাঁহার ইচ্ছা বশত সত এ সংসার।
সৃজন পালন লয় হয় অনিবার॥
সত্য তত্ত্বে মত্ত হও, ঘুচিবে কৃতান্ত।
চরমে পরম পদ, পাইবে নিতান্ত॥

গদ্য। হে মনঃ! যেই নিষ্কল নিশ্চল নির্ম্মল নিরাকার নির্ব্বিকার যে নিরাত্মা, তাহার রশ্মি সমূহকে, বদরাকাশে অবিলম্বে অবলম্বন করহ। কারণ এ বিনাশ বিশিষ্ট বপু, কোন্ ক্ষণে কালতনুর

জলবিম্বের ন্যায়, নাশকে আশ্রয় করিবে, তাহার কিছু মাত্র নিশ্চয়তা নাই।

তথাচোক্তং।

পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত

শ্লোকঃ। আয়ুঃ পল্লব লোলাগ্রলম্বাম্বু ক্ষণভঙ্গুরং।
উন্মত্তমিব সংত্যজ্য যাত্যকাণ্ডে শরীরকং॥

অস্যার্থ। আয়ু পত্রের চঞ্চল অগ্রে লম্বমান জলের ন্যায় ক্ষণ ভঙ্গুর হয় ও উন্মত্তের ন্যায় অকালে শরীর ত্যাগ করিয়া গমন করে।

গদ্য। অতএব হে মনঃ! এই আয়ুর আস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই চিদাত্মায় আত্মার্পণ করহ। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মতত্ত্বে প্রবর্ত্ত হইবার অনুষ্ঠান করহ। এবং ভূয়োভূয়ঃ জন্ম মরণ পরিহারার্থে এই ভ্রম রূপ জগৎকে বিস্মৃত হও। এবম্বিধ বিবিধোপদেশে সেই সাধু, চিত্তশুদ্ধি করিয়া জগদ্বিস্মরণ হওত ভুক্তিস্থিত হইলেন। তদনন্তর ঐ মহাত্মার সহধর্ম্মিণী, সংসার ব্যাপার নির্ব্বাহ করত, স্বামীকে তদ্রূপ বিলোকন মাত্রে বিস্ময়াম্বিতা হইয়া এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ ও নানাবিধ চিন্তায় মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিলম্বে যেমন মধুপায়ীদিগের

মনবধু উতলা শীল, কমল কলিকা গর্ভস্থ অনঙ্গ রূপ সৌগন্ধি, প্রস্ফুটিত ক্রমে, ক্রমে ক্রমে বিনিঃসৃত হয় তদ্রূপ ঐ পতি মনোমোহিনী মহিলার কমলানন হইতে অমৃত রসাভিষিক্তবাক্য নির্ম্মল তোটক ছন্দে বিনির্গত হইতে লাগিল।

নির্ম্মল তোটকচ্ছন্দ।

কি বেশ, প্রাণেশ, বিশেষ, কহ।
কি লাভে, কি ভাবে, এ ভাবে, রহ॥
মলিন, বরণ, বদন, দেখি।
সজল, নিশ্চল, চঞ্চল, আঁখি॥
কাঞ্চন, লাঞ্ছন, বরণ, ম্লান।
কি ছলে, ভূতলে, বসিলে, প্রাণ॥
জিজ্ঞাসি, এ দাসী, কি দোষী, পদে।
বল হে, নাথ হে, ধরি হে, পদে॥
হে কান্ত, একান্ত, যে কান্ত, সেবে।
কি জ্বালা, সে বালা, এ জ্বালা, সবে॥
যে মুখ, সম্মুখ, ও মুখ, হাসে।
সে মুখ, বিমুখ, কোন্মুখ, আশে॥
মলিন, বদন, দর্শন, করে।
যে করে, অন্তরে, বলি রে, কারে॥
শরীর, অস্থির, সুস্থির, নাই।
হৃদয়, শুকায়, কোথায়, যাই॥

যাতনা, সহেনা, রহে না, প্রাণ।
ত্যজ হে, ত্যজ হে, ত্যজ হে, মান।
যদি না, প্রকাশ, উল্লাস, ভবে।
হে কান্ত, নিতান্ত, প্রাণান্ত, হবে॥

গদ্য। বিধুমুখীর, মধুর বাক্য শ্রবণানন্তর, ঐ সাধু মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন। যে আমার মানসক্ষেত্রে নৈসর্গিক সুখের যে বীজ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই ইহার নিকটে বক্তব্য; নতুবা এ প্রচার্য্য প্রশ্নের প্রতি বার্ত্তা অভাবে নিয়তই অসীম যাতনায় কালাতিপাত করিবে। কিন্তু ইহা শুনিলেও সুখভাগিনী হইবেক না। যাহা হউক প্রতারণায় প্রয়োজন কি উহাকে যথার্থই বলি। এই বিবেচনা করিয়া প্রেয়সীর দক্ষিণ করকমল, স্বীয় বামকরে ধারণ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন। প্রিয়ে! আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর, ঐ সাধু ইত্যুক্তে পয়ার যুক্তে কহিতে লাগিলেন।

পয়ার।

বিনয় বচনে বলে, শুন বিনোদিনি।
যে ভাবে এ ভাবে ভাবি, কেবা সে ভাবিনী॥
শ্রবণ কর লো যদি ভাবের আভাস।
অবশ্য আমার প্রতি, হইবে নৈরাশ॥

মনেতে হইল মম, হবে রে কে কার।
অসার ব্যাপার এই, জগৎ সংসার॥
মায়ারূপ পাশে বদ্ধ, হয়ে সর্ব্বজন।
আপন আপন রবে, করে রে আপন॥
সদা বলে মম দারা, মম সুতা সুত।
পালিত আমার অন্নে, আমি ধনযুত॥
আমি অতি বলবান, ধনবান আমি।
আমি জ্ঞানী আমি মানী, আমি সর্ব্ব স্বামী॥
আমি মহা-কুলোদ্ভব, আমিহ প্রধান।
ভুভারতে কেবা আছে, আমার সমান॥
এই রূপ অহঙ্কারে, না মানে নিবার।
নানা মতে নানা পথে, করয়ে বিহার॥
এক মতে এক পথে, দুই জনে কই।
প্রত্যেকে প্রত্যেক পথে, করে হই হই॥
কেহ সৌর কেহ শাক্ত, কেহ ভাক্ত রূপে।
নাহি ধার্য্য কি আশ্চর্য্য, কেবা কারে জপে॥
কেহ ঘটে কেহ পটে, কেহ রূপ গঠে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র শীলা আদি, বসাইয়া মঠে॥
কেহ মাঠে কেহ হাটে, কেহ ঘাটে তটে।
পরস্পরে ভিন্নান্তরে, ভিন্ন ভিন্ন বটে॥
কেহ বলে সুরা খাও, বলিয়া করালী।
মহামন্ত্র জপ তাই, বল রে শ্রীকালী॥
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্ম রূপা, ব্রহ্ম সনাতনী।
যে তার ভাবিয়া ব্রহ্ম, হন ব্রহ্মজ্ঞানী॥

যে পদরজ ধরা ধরি, ভগবান হরি।
সহস্র বদনে সাধে, শেষ বেশ ধরি ॥
মুক্তি আশে মুক্তকেশী, পদেযুক্ত ভাবে।
সদানন্দে সদানন্দ, হৃদে ধরি ভাবে ॥
দেবাদি শরণাগত, হইলে যে পায়।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চতুর্ব্বর্গ পায় ॥
একবার ওই পায়, যে লয় শরণ।
পরম নির্ব্বাণ পায়, শিবের বচন ॥
কেহ বলে এই যদি, শিবের বচন।
তবে কেন শিব ত্যজে, কালীর স্মরণ ॥
শিব যে পরম ব্রহ্ম, পুরুষ প্রধান।
সর্ব্ব ত্যজে হও শিব, মায়ের নিধান ॥
যদি বল বিশ্বাধার, কালীর চরণ।
কিন্তু শিব, সে চরণ করেন ধারণ ॥
অতএব শিব হন, সর্ব্ব মূলাধার।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, পদে পাবে তাঁর ॥
কেন ভ্রমে কালী কালী, বলিতেছ জীব।
অবশ্য নির্ব্বাণ হবে, বল শিব শিব ॥
কেহ বলে ভুলিয়েরে, তোর বাক্য ধরে।
স্বয়ং সিদ্ধ বিনা সিদ্ধ, কেবা কারে করে ॥
দেখ জীব সেই শিব, পাইবারে ত্রাণ।
পঞ্চস্বরে পঞ্চমুখে, রামগুণ গান ॥
কি সাধ্য শিবের জীবে, করিতে নিস্তার।
কেন ভ্রমে শিবনামে, বদন বিস্তার ॥

শ্রীরামের পাদপদ্ম, হৃদি পদ্মাসনে।
সর্ব্বদা ভাবেন শিব, বসি যোগাসনে॥
প্রত্যক্ষ দেখয়ে জীব, পরশে চরণ।
তরণী সুবর্ণ আর, অহল্যা মোচন॥
তাই বলি রাম রাম, বল অবিরাম।
অবশ্য লভিবে মোক্ষ, ধর্ম্ম অর্থ কাম॥
পাইবে নির্ব্বাণ তাব, হয়ে সযতন।
সূর্য্যবংশে রাম পূর্ণ, ব্রহ্ম সনাতন॥
কেহ বলে সূর্য্যবংশে, ব্রহ্ম যদি হয়।
তবেত ব্রহ্মের মূল, সূর্য্য মহাশয়॥
মিছে কেন রামনাম, কিবা প্রয়োজন।
সৌর হয়ে কর সবে, সূর্য্য আরাধন॥
করিলে সূর্য্যের ধ্যান, হবে বীর্য্যবান।
অবশ্য অন্তিমকালে, পাইবে নির্ব্বাণ॥
কেহ বলে বীর্য্যবান, সূর্য্য কি হইবে।
তবে কেন মেঘমালা, তাহারে ঢাকিবে॥
রাহু ভয়ে যেই জন, সদা কম্পবান।
কেমনে অন্যারে বল, অর্পে সে নির্ব্বাণ॥
সূর্য্য সেবা ত্যজ্য বিনে, সবে সৌর কহে।
গণেশ ভাবনা কর, পাপশত্রু হবে॥
সর্ব্ব জন অগ্রে যাঁর, হয় আবাহন।
নির্ব্বাণ কারণ সেই, মুষিক বাহন॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চতুর্ব্বর্গ হেতু।
গণেশ পরম ব্রহ্ম, ভবসিন্ধু সেতু॥

কেহ বলে ব্রহ্ম যদি, গণপতি হবে।
তবে কেন শনি দৃষ্টে, মাথা উড়ে যাবে ॥
স্বীয় শির রাখিবারে, নারে যেই জন।
তাঁর কাছে শির সপা, নহে কদাচন ॥
বরঞ্চ শনির সেবা, কর হে সুজন।
শনিই প্রধান হন, জগত কারণ ॥
দেখ রে শনির কোপে, কাঁপে ত্রিভুবন।
নল আদি রাজাগণে, ভ্রমে মহাবন ॥
অন্য পরে কা কথারে, শনি সুশাসন।
গণ্ডকিতে শীলা কাটেন্, প্রভু নারায়ণ ॥
এ রূপ প্রতাপবান, শনি মহাশয়।
তাঁরে ত্যজে অন্যে ধ্যান, কভু নাহি হয় ॥
কেহ বলে সে শনির, প্রতাপ কি ছার।
যমের প্রতাপে কাঁপে, জগত সংসার ॥
সুরাসুর নর আর, কিন্নর গন্ধর্ব্ব।
খর্ব্ব হয় যম পাশে, সর্ব্বের সগর্ব্ব ॥
জলচর স্থলচর, খেচর ভূচর।
সবারে হইতে হবে, যমের গোচর ॥
যমের ভাবনা কর, শুন রে মন্ত্রণা।
অবশ্য ভুগিবে জীব, যমের যন্ত্রণা ॥
হে সাধু মহাত্ম সঙ্গ, সাধো [illegible]।
রসনায় রাম রব, বল অনিবার ॥
যমের কি কব কথা, রবঃ সুত পায়।
জীবিত লইয়া যায়, যদি কারু পায়

এমন যমেরে যদি, এবে না ভজিবি।
নিতান্ত অন্তিমে জীব, মজিবি মজিবি॥
কেহ বলে জানি জানি, যম জারিজুরি।
রাবণ নিকটে তার, ভাঙ্গে জারি জুরি॥
স্বরূপা ধরিল করে, ফেলে কালপাশ।
ফাটকে কাটকে কাটে, ঘোটকের ঘাস॥
চটক ঘুচিয়ে হলো, খটকের দেহ।
আটক লঙ্কায় যেন, কটকের কেহ॥
জীবন্তকে কোথা গেছে, সে যমের ধাম।
মরিলে পাতকীগণে, জপে যম নাম॥
পুণ্যের থাকিলে লেশ, কেবা তারে ডরে।
কাটয়ে যমের মাথা, বসি নিজ ঘরে॥
অন্তে গঙ্গা নারায়ণ, ব্রহ্মেরে যে পঠে।
যমের যমের বাড়ি, তাহার নিকটে॥
কেহ বলে কৃষ্ণ বিনা, ইষ্ট আর নাই।
অবশ্য ঘুচিবে কষ্ট, নিষ্ঠা কর তাই॥
কেহ বলে হরে কৃষ্ণ, হরি হরি হরি।
কাণ্ডারি হইয়ে বাহ, হরি পদতরি॥
কেহ বলে জগন্নাথ, জগৎ কারণ।
হেরিলে তখনি যার, জনম মরণ॥
রথেতে বামন মূর্ত্তি, যে করে দর্শন।
পুনর্জ্জন্ম নাবধ্যন্তে, শাস্ত্রের লিখন॥
কেহ বলে সর্ব্ব মিথ্যা, হওরে চৈতন্য।
বদনেতে বল গৌর, নিতাই চৈতন্য॥

কেহ বলে মনঃ মত, মানুষ্ যদি পাই।
সন্তীনার ভাবে ডুবে, হাপু ডুবু খাই॥
চৌদ্দপোয়া যন্ত্র খানি, তার মধ্যে পাখি।
কর্ত্তা হয়ে কার্য্য কিরে, কর্ত্তা বলে ডাকি॥
কেহ বলে বুঝিমেরে, আমি মিছে ছল।
তোবা-তাল্লা বিছমোলা, আল্লা আল্লা বল॥
কেহ বলে মহাম্মদ, পুরুষ প্রধান।
কেহ কহে কেহ নহে, খোদার সমান॥
কেহ কহে পেগম্বর, সার সর্ব্ব ভাবে।
সত্যে রহ কহে কেহ, সত্যপীর পাবে॥
কেহ বলে আলো-পথে, আয় সবে মিলে।
ক্রাইষ্ট ঘুচাবে কষ্ট, বাইবেলে বলে॥
কেহ বলে বাইবেল, বায়ু বল রোগ।
পুরাণ কোরাণ সব, মাত্র গোলযোগ॥
বেদেতে না মেটে খেদ, ভ্রম মাত্র সার।
কিছুই কিছুই নয়, সর্ব্ব ফক্কিকার॥
কর্ম্ম কাণ্ডে কর্ম্মভোগ, করে অনিবার।
জ্ঞানকাণ্ডে এসে বলে, এক ব্রহ্ম সার॥
এই ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম, ওই ব্রহ্ম হয়।
ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম, জগন্ময়॥
এ মতে বলহ ব্রহ্ম, নহে চাকমাক।
এক বার নেত্রে নাহি, হের চার বাক॥
এই রূপ পরস্পরে বিবাদেতে মত্ত।
আত্মজ্ঞানিগণে নাহি, জানে আত্মতত্ত্ব॥

পরমাত্মায় কেবা পায়, বিনা আত্মা ঐক্য।
আত্মাই ব্রহ্ম স্বরূপ, তত্ত্বদর্শী বাক্য ॥
ঘুচাও ঘুচাও ভ্রম, জ্ঞান উপক্রমে।
পরমাত্মা প্রতি আত্মা, সঁপ ক্রমে ক্রমে ॥
নিত্য নিত্যানন্দ সুখে, কাল কর নাশ।
কালের কি সাধ্য জীবে, করিবারে গ্রাস ॥

তথাচোক্তং।

ঈদৃশ কথিত আছে।

শ্লোক। যস্তমভ্যাসতে নিত্যং তদাতে নান্তরাত্মনা।
ন তস্য জায়তে মৃত্যুরিতি সর্ব্বাগমোদিত ।।

অর্থ। যে সেই অন্তরাত্মাকে, নিত্য অভ্যাস করে মৃত্যু তাহার নিকট যাইতে পারে না, ইহা সর্ব্ব আগমেতে উদয় হইয়াছে।

গদ্য। হে সুনির্ম্মল বদনে! তীর্থাদি পর্য্যটন পুণ্য হইতে নির্ব্বাণ আকাংক্ষা করা কখনই যুক্তি যুক্ত নহে। কারণ আত্মতত্ত্ব ব্যতীত মুক্তির উপায়ান্তর নাই।

তথাচোক্তং।

ইহা কথিত আছে।

শ্লোক। ইদং তীর্থ মিদং তীর্থ ভ্রমন্তে তামসাজনা।
আত্মংতীর্থং ন জানন্তি কথংসিদ্ধির্ব্বরাননে ।।

অর্থ। তামসিক লোক সকল এই তীর্থ এই তীর্থ জ্ঞানে ভ্রমণ করে। হে বরাননে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত কি রূপে সিদ্ধ হইতে পারে।

গদ্য। অতএব হে প্রাণেশ্বরি! আমি আত্মদর্শীর মতানুসারে সেই ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চ ভূতাতীত যে সর্ব্বাত্মা তাঁহাতে আত্মার্পণ করিয়া জগদ্বিস্মৃত হইতে বাসনা করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর। যেহেতু স্ত্রী বিস্মরণ ব্যতীত জগদ্বিস্মরণ কোন ক্রমেই সম্ভবে না। অতএব হে হেমাঙ্গিনি! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর। সাধুপত্নী এই বিষাদগর্ভ বাক্যাবলি শ্রবণমাত্র স্থিরনেত্রে চিত্রার্পিত পুত্তলিকা প্রায় ম্লানমুখে মৌনভাবে বামকরতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক ও দক্ষিণবাহু কক্ষে রক্ষে কিয়ৎকাল চিন্তাযুক্তা হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন। যে পতি যদি এইরূপই হয়েন, তবে অবশ্যই আমার অদৃষ্টে কষ্টের অঙ্কুর উৎপাদিত হইবে ইহার আর সন্দেহ নাই। কেন না স্ত্রীগণের পতিই প্রাণ, পতিই ধ্যান, পতিই জ্ঞান, পতিই বল, পতিই বুদ্ধি, পতিই সমৃদ্ধি, পতিই মনঃ, পতিই ব্রত, পতিই বাণিজ্য,

এবং পতিই ঐশ্বর্য্য, পতি ভিন্ন আমাদিগের অন্য উপায় কিছুই নাই। অতএব সেই পতিই যদি পরিত্যাগ করেন তবে নিতান্তই এই অভাগিনীর ভাগ্যে প্রজ্বলিত অনল স্থাপিত হইল। এই রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করত সজল লোচনে ঐ বাম লোচনা প্রিয়নাথের চরণ যুগল যুগল কর কমলে ধারণ পূর্ব্বক আধমৃদু বচনে বলিতে লাগিলেন।

পয়ার।

দুঃখিনীর অক্ষি-নীর অক্ষে নাহি ধরে।
প্রাণেশের পদোপরে শতধারে ক্ষরে॥
আপনা নিন্দিয়া ধনী কান্দিয়া কহিছে।
তোমার নিদয় বাক্যে হৃদয় দহিছে॥
ফুটালে অন্তরে শেল উঠালে প্রণয়।
ঘোটালে ঘোটনা ভাল ঘটালে প্রলয়॥
রটালে আমার বিশ্ব খাঠালে জঞ্জাল।
কাটালে সকল মায়া কাটালে কপাল॥
ফুটিল বিষাদ বৃক্ষে ফুটিল কি ফুল।
ছুটিল ছুটিল গন্ধ কুল প্রতিকূল॥
অহে অনুকূল কেন হৃদে হলো ভুল।
লতা করে তুলে ফেল স্নেহলতা মূল॥
সকরে দলিছ ওহে সুখের মুকুল।
অকূল পাথারে ফেলে কুলবতী কুল॥

আমাতে জগতে সখা কর সমতুল।
কাঁচের সহিত যেন কাঞ্চনের তুল॥
হলো বটে সুধা ঘটে এবে বিষার্জ্জন।
জ্বলে দেহ জলে দেহ মোরে বিসর্জ্জন॥
বিনা মেঘে বজ্রপাত হয় অকস্মাৎ।
কোথায় বান্ধিব তাগা শিরে সর্পাঘাৎ॥
জরৎকারু করেছিল পতি নিদ্রা ভঙ্গ।
সেই অপরাধে পতি না করিল সঙ্গ॥
চিত্র রাবণেতে হেরি জানকীর শয্যা।
ক্রোধেতে শ্রীরামচন্দ্র ত্যজিলেন ভার্য্যা॥
ইন্দ্র সহ অহল্যারে করিয়া দর্শন।
ভার্য্যারে গৌতম নাহি করিল স্পর্শন॥
এই রূপে দূষিত যোষিতগণ যত।
পতি পদে পদে পদে ত্যজ্য অবিরত॥
কিন্তু সখা তব বাক্যে বক্ষঃ ফেটে যায়।
বিনা দোষে ভার্য্যা ত্যজ্য করে কে কোথায়॥
বুঝেছি হে রসময় অসময় বলে।
দহিলা রহিলা তত্ত্বে মহিলারে ছলে॥
কান্ত হে নিতান্ত যেবা তব পদাশ্রিনী।
কি বিচার করে তারে কর অনাথিনী॥
জগদ্বিস্মরণ হও কিবা ক্ষতি তায়।
সেবা জন্য সেবিকায় রাখ রাঙ্গাপায়॥
দাসীর সহিত সখা যোগানুরাগেতে।
সাধ হে যোগেন্দ্র যোগী মহেন্দ্র যোগেতে॥

যোগী হে যোগিনী সহ যোগে কর যোগ।
যোগে যাগে যুগে যুগে হবে না বিযোগ॥
হইবে সুসিদ্ধ যোগ সহ সিদ্ধিযোগ।
অকর্ম্মণ্য হয়ে রবে কর্ম্মনাশা যোগ॥
সহচরী হয়ে সঙ্গে করিব ভ্রমণ।
কায়ার সহিত যথা ছায়ার গমন॥
বনে বনে ফল মূল করি অন্বেষণ।
তোষিব তোমায় প্রিয় সপিয়া অশন॥
কুশেতে রচিয়া দিব দিব্য কুশাসন।
পাসরিব সংসারের যত কুশাসন॥
তব সনে কুশাসনে হইয়া আসনা।
সফল করিব সদা মনের বাসনা॥
এ সকল বাক্য যদি নাহি শুন প্রভু।
এক্ষণি স্ত্রীহত্যা হব মিথ্যা নহে কভু॥
এ রূপ স্ত্রী উক্তি সাধু শ্রবণে শ্রবণে।
বিনোদিনী প্রতি কহে বিনয় বচনে॥
ওহে ঘন-নিতম্বিনী পীনোন্নত স্তনে।
রমণী ত্যজিতে শক্য নহে কোন জনে॥
তবে যে ত্যজিতে বাধ্য শুন সে কারণ।
তোমারে হেরিলে হয় জগত স্মরণ॥
জগদ্বিস্মরণ হব করিয়াছি মনে।
সে পণ ভঞ্জন আমি করিব কেমনে॥
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আমি হেরি তব কায়।
এ জন্য জগৎ সহ ত্যজি লো তোমায়॥

সতী বলে কি বলিলে একি অসম্ভব।
আমাতে জগৎ সৃষ্টি কি রূপে সম্ভব ॥
সাধু বলে সুধামুখি শুন সে আভাস।
কৌশল ক্রমেতে আমি করিব প্রকাশ ॥
তুমি লো জগত্তৎরূপা মিথ্যা নহে কভু।
তোমাতে জগৎ সৃষ্টি করেছেন বিভু ॥

রমণীকে জগদ্রূপে বর্ণনা।

ত্রিপদী।

ভূত গ্রাম চতুষ্টয়,(১) সৃজন পালন লয়,
আদি এই জগৎ ব্যাপার।
স্বর্গ আদি ত্রিভুবন, তোমাতে লো সুশোভন,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার ॥
ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম, গুণ সত্ত্ব রজস্তম,
তব অঙ্গে প্রকাশে সকলি।
সপ্তদ্বীপা এই ক্ষিতি, তব দেহে অবস্থিতি,
সুবদনী শুন তাহা বলি ॥

সপ্তদ্বীপ ক্ষিতি বর্ণনা।

ত্রিপদী।

গুরুতর উরু দুটি, দুই দ্বীপ পরিপাটী,
নিতম্ব দুখানি দ্বীপান্তর।

(১) অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ।

হৃদি প্রধান প্রভব, সেও লো দ্বীপ সম্ভব,
এই রূপ পঞ্চ দ্বীপ হয়॥
উচ্চ কুচ তনুপরে, মরি কিবা শোভা করে,
মনোলোভা প্রভা লো আদরী।
সেই দুই মহাদ্বীপ, যাহার নিকটে দীপ,
অঞ্চলেতে ঢাকা লো আদরি।
এ রূপেতে হয় খ্যাতি, সপ্তদ্বীপা এই ক্ষিতি,
অনুপম তব তনুপরে।
তুমিত লো কুলকন্যা, সসাগরা ধরা ধন্যা,
হইয়াছ প্রজাপতি বরে॥

সপ্তসিন্ধু, নদ নদী ও সরোবর সহ অপ বর্ণনা।

ত্রিপদী।

অপরূপে সিন্ধু সপ্ত, তোমার দেহেতে ব্যাপ্ত,
প্রাণেশ্বরী শুন শুন বলি।
অকূল পাথার ভারি, তরঙ্গ তুফাণ ভারি,
নদ নদী পড়িছে সকলি॥
স্তনেতে ক্ষীরোদসিন্ধু, নাসায় নীরদ সিন্ধু,
বিষসিন্ধু নেত্রে আহা মরি।
বদন তোমার ইন্দু, এ প্রমাণে সুধাসিন্ধু,
আদরে অধরে আছ ধরি॥
ভেদ নাই এক বিন্দু, নাভিকূপে মহাসিন্ধু,
নাভিসিন্ধু রূপে ইন্দুমুখি।

তন্নিম্নে গভীর অতি, লবণসিন্ধুর গতি,
হেরিলে সকলে হয় সুখী ॥
ঘৃতসিন্ধু সেই সঙ্গে, মহাবলে রঙ্গে ভঙ্গে,
অনঙ্গ তরঙ্গ রূপে ভাসে ।
আতঙ্গে হরয়ে জ্ঞান, কভু নাহি পরিত্রাণ,
সপ্তসিন্ধু ইথে সুপ্রকাশে ॥
শোভে ধর্ম্মিল্য শৈবাল, বাহু দুইটি মৃণাল,
শ্রোণী তীর্থ শীলা রূপ ধরে ।
লাবণ্য হয়েছে জল, মুখ বিমল কমল,
প্রোষ্ঠী মৎস্য নেত্র কেলি করে ॥
চক্রবাকে চক্র করে, স্তন ছলে বক্ষে ধরে,
বাসাচ্ছাদ নতুবা দিতে না ।
তব দেহে কুলবতী, না থাকিলে কুলবতী,
কুলবতী কখন হতে না ॥
কন্দর্প বাণ অনল, করিবারে সুশীতল,
অপরূপে জিনিয়া অপ্সরী ।
এ রূপে তোমায় প্রাণ, ভুতনাথ ভগবান,
সৃজিলেন আহা মরি মরি ॥

তেজো বর্ণনা ।

ত্রিপদী ।

মহাতন্ত্রে শিব যুক্তি, তুমি তেজোরূপে উক্তি,
শক্তি রূপে জগতে বিদিত ।

তেজো শব্দে নারী অর্থ, কখন না হয় ব্যর্থ,
তুমি তেজোরূপেতে উদিত ॥
মতান্তরে এই কয়, তেজো শব্দে অগ্নি হয়,
তাহাও তোমাতে নাহি ছাপা।
তব স্তন কি পশ্যাতে, অপূর্ব্ব বহ্নি দৃশ্যাতে,
অবশ্যই তুমি তেজোরূপা ॥
শিখা মসি সমুদয়, কজ্জল ছলেতে রয়,
কুটিল কটাক্ষ হুতাশন।
তব নেত্র শিব নেত্র, হেরে হয় শিবনেত্র,
তেজোরূপে দহে ত্রিভুবন ॥
তেজ করে মানে রও, তেজে তেজে কথা কও,
ইথে তেজ না বলিবে কেবা।
হাসিতে তেজো জড়িত, কর তাড়িত তড়িত,
পীড়িত আবাল বৃদ্ধ যুবা ॥

মরুদ্বর্ণনা।

ত্রিপদী।

হংসেরে শিখাতে গতি, হংসিনী ভাবেতে সতী,
স্বীয় হংস অংশের অংশিনী।
হৃদয় আকাশে বায়ু, সবে যারে বলে আয়ু,
হংস রূপে তুমি লো হংসিনি ॥
মারুৎ ধমনি পরে, গতায়াত নাসা-স্বরে,
রেচক পুরক দুই অংশ।

নিশ্বাস প্রশ্বাস ছলে, কুলবালা তোরে বলে,
সোহং সোহং হংস হংস ॥

ব্যোম বর্ণনা।

ত্রিপদী।

আকাশের ছলে ব্যোম, করিতেছে পরাক্রম,
বিক্রমেতে রহেছদি পাত্রে।
কর্ণ কুহরেতে ব্যোম, নাসারন্ধ্রে সে উপম,
আকাশ প্রকাশ শূন্য মাত্রে ॥
কেহ ইথে নাহি কম, ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম,
ইত্যানুসারেতে পঞ্চভূত।
স্ব স্ব কার্য্যে থাকি প্রাণ, হইয়াছে অধিষ্ঠান
যুবতী লো একি অদভুত ॥
এ কারণ নাশি লজ্জা, করিয়াছ বিশ্ব সজ্জা,
ধরিয়াছ নারীর আকার।
যে দিগে ফিরিয়া চাই, জগৎ দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা অস্তার ॥

নক্ষত্রাদি শুক্লপক্ষ বর্ণনা।

ত্রিপদী।

সুমেরু কুমেরু প্রায়, কুচদ্বয় শোভা পায়,
চুচুক যুগল ধ্রুব তারা।
দুই তারা নেত্রে ধরা, কর্ণরন্ধ্রে দুই তারা,
নাভি তারা শোভে মনোহরা ॥

নখেতে শোভে বিংশতি, এ রূপে সপ্তবিংশতি,

অশ্বিনী আদি নক্ষত্র ময়।

সুমেরু কুমেরু মাজ, লোম শ্রেণীর বিরাজ,

সম সূত্রপাত বোধ হয় ॥

পৃষ্ঠবংশ ধ্রুব রেখা, আর তাহে যায় দেখা,

কটিবন্ধ শোভে কটিদেশে।

নাসায় তিলক ঘটা, অতি দীপ্ত কর ছটা,

প্রকাশিছে ধূমকেতু বেশে ॥

আর তব বাম অঙ্গে, শুক্লপক্ষ শোভে রঙ্গে,

দক্ষিণাঙ্গে রহে কৃষ্ণপক্ষ।

শুক্লপক্ষ প্রতিপদে, প্রিয়ে তব বামপদে,

চন্দ্রকলা সবে করে লক্ষ্য ॥

তব সনে করি প্রীতি, পাইয়া দ্বিতীয়া তিথি,

গুল্‌ফেতে উদয় চন্দ্রকলা।

তৃতীয়ায় ক্রমে এসে, সুপ্রকাশ উরুদেশে,

চতুর্থীতে স্বস্থানে উজ্জ্বলা ॥

পঞ্চমী তিথিতে শশি, তব নাভিকূপে বসি,

হায় হায় কিবা শোভা পায়।

যেন লো পড়িয়া শশি, গগণ হইতে খসি,

সিন্ধুনীরে ডুবাইল কায় ॥

নাভি হতে গাত্রোত্থান, করিয়া যখন যান,

ষষ্ঠীতে তোমার হৃদয়েতে।

যেন মন্থনেতে সিন্ধু, উত্থাপিত হয়ে ইন্দু,

উদয় হইল গগণেতে ॥

তিথি সপ্ত সহ গতি, অতি শীঘ্র নিশাপতি,
কুচ শেখরেতে আসি রত।
মরি কিবা মনোহর, ক্রমে যেন সুধাকর,
অস্তাচলে গিয়া অস্তগত ॥

অষ্টমীতে সুধাকরে, বক্ষ হতে কক্ষে ধরে,
যখন থাক লো শোভা করে।
নাশ সুরাসুর ক্ষুধা, মোহিনী রূপেতে সুধা,
দান করি প্রেমসিন্ধুতীরে ॥

নবমীতে নব রাগে, সুধাকর কণ্ঠ ভাগে,
আসিয়া শুনিল সুধা স্বর।
অমনি লজ্জিত কায়, পশ্চাতে লুকাতে যায়,
দশমীতে [illegible] উপর ॥

পায়ে তিথি একাদশী, মনোহর করে শশি,
রূপসী লো চিবুকে উদয়।
যেন তব অভিমান, ঘুচাইতে ওরে প্রাণ,
মত্ত হয়ে চিবুক চুম্বয় ॥

দ্বাদশীতে চন্দ্রাননে, চন্দ্র তব চন্দ্রাননে,
আসিয়া কলঙ্ক শূন্য হেরে।
ভাবে কি বদন সজ্জা, পাইরে বেদনা লজ্জা,
ঝাপ দিব বিষসিন্ধুনীরে ॥

রজনীকান্ত বিষণ্ণ, ভাবিল এবে আসন্ন,
ত্রয়দোষ দোষে এয়োদশী।
বদন কুমুদ ছাড়ি, চলে চন্দ্র তাড়াতাড়ি,
কালকূট নেত্রে লো রূপসি।

পরে চতুর্দ্দশী পারে, তব ললাটেতে যায়ে,
যখন বিরাজে বিনোদিনি।
নাসা ছলে খগপতি, যেন অতি শীঘ্রগতি,
সুধা আনে ইন্দ্র আদি জিনি॥
পূর্ণিমায় পূর্ণকলা, তব মস্তকে প্রবলা,
বেণীরূপা ফণির মধ্যেতে।
যেন লো প্রদানে সুধা, নাশে ভ্রাতৃগণ ক্ষুধা,
জননীর সত্য আবদ্ধেতে॥
এ রূপেতে শুক্লপক্ষ, তব অঙ্গে সুপ্রত্যক্ষ,
অক্ষি লক্ষ্য কর একবার।
যে দিগে ফিরিয়া চাই, জগত দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার॥

কৃষ্ণপক্ষ বর্ণনা।

লঘু-ত্রিপদী।

তিথি কৃষ্ণপক্ষ, তব অঙ্গে লক্ষ,
কটাক্ষ কর সম্প্রতি।
প্রতিপদে শশী, হেরে কেশ মসি,
পুনঃ ভালেতে বসতি॥
হে মৃগলোচনে, এ মৃগ লোচনে,
মৃগারূঢ় মৃগ ভ্রমে।
যাইয়া তখন, করে আরোহণ,
দ্বিতীয়ার ক্রমে ক্রমে॥
নিকলঙ্ক মুখে, হেরে ঈর্ষা দুঃখে,
সকাতর অতিশয়।

কলঙ্ক দিইতে, তৃতীয়া তিথিতে,
বদনেতে সুধাকর ॥
দন্তে মিশি ছাঁদ, চাঁদ ধরা ফাঁদ,
নবীন মেঘের সাজে।
হেরি শশী ত্রাসে, চতুর্থীতে আসে,
তব চিবুকে বিরাজে ॥
পুনঃ হেরে চাঁদ চাঁদ ধরা ফাঁদ,
তথায় অলকা কোটা।
ভয়ে নত্র প্রাবে, পঞ্চমীতে গ্রীবে,
লুকাইলশ্বীর ছটা ॥
তথা কেশী পাশে, হেরি রেখ ত্রাসে,
কণ্ঠেতে ষষ্ঠীতে বসি।
কম্বু রেখা তার, হেরে রাহু প্রায়,
ভয়ে জড় বড় শশী ॥
কই কম্বু রেখা, ওই যায় দেখা,
বিষ্ণু চক্রাঘাৎ অঙ্ক।
ত্রাসে ত্রাসে এসে, ক্রমে কুচদেশে,
সপ্তমী পায়ে শশাঙ্ক ॥
আহা কি বিহরে, তব পয়োধরে,
অষ্টমীতে আশু গতি।
যেন সুধাকরে, তালে তালে ধরে,
শশীতুষা পড়পতি ॥
হৃদয় কুমুদে, প্রমদা আমোদে,
নবমীযোগে উদয়।

ক্রমে এই রূপে, হয় যাত্তিরূপে,
দশমী শোভে অধর ।
তদন্তে বিরাজে, স্বচিহ্ন সমাজে,
একাদশী সহ বীজে ।
কিবাশ্চর্য্য ক্রিয়ে, রাহু ভয়ে প্রিয়ে,
পুনঃ ডোবে সিন্ধুনীরে ।
বাম করে পদ্মে, দক্ষিণোকপদে,
দ্বাদশী প্রেয়সি মরে ।
সহ ত্রয়োদশী, গুল্‌ফমূলে শশী,
চতুর্দ্দশী যোগে পদে ।
নখ নিশাকর, হেরি নিশাকর,
অলক্ত শোভিছে রবি ।
অমাবস্যা হয়, তব পদতলে,
চলে লুকাইতে হবি ।
এ রূপেতে লক্ষ, তিথি কৃষ্ণপক্ষ,
তব অঙ্গে অলঙ্কার ।
যে দিকেতে চাই, অন্যত্রে না পাই,
কিবা মহিমা অপার ।

নবগ্রহ ও দ্বাদশ রাশি বর্ণনা ।

ত্রিপদী ।

সীমন্তে সিন্দূর ঘটা, শীর্ষ যুরি রবি ছটা,
বদন বিহরে সোমবর ।
তোমার বিস্তার জন্য, পৃথ্বী হল হেন শূন্য
ইথে তুমি মঙ্গল উদয় ।

চতুর্গুণ বুদ্ধি জন্য, করিলাম বুধ গণ্য,
রতিতে বট লো বৃহস্পতি।
কমল আধারোপর, শুক্রেরে ধারণ কর,
দৃষ্টে শনি শোভে লো যুবতি॥
দেখ শনি দৃষ্টি হলে, নানা হানি নানা স্থলে,
হয়েছেন কত মহাশয়।
তদ্রূপ কটাক্ষ তব, অধিক কি আর কব
হেরিলে চৈতন্য নাশ হয়॥
বিদ্যা রবি জ্ঞান শশী, গ্রাসিবারে লো রূপসি,
কায়া সহ ছায়া রাহু কেতু।
এই রূপে গ্রহ নব, বিরাজিত দেহে তব,
রাশি চক্র আদি ষড় ঋতু॥
শুন ওলো সুলোচনা, ক্রমে ক্রমে এ সূচনা,
যে রূপ রচনা লো তোমাতে।
মেষ আদি মীনরাশি, বর্ণহার সূত্রে ভাষি,
ষড় ঋতু বর্ণিব পশ্চাতে॥
শৃঙ্গেতে পাতিয়ে ঠেশ, ওকার বিরাজে মেষ,
বিধুমুখী ছাগাইবে কার।
বুদ্ধি রূপ হীরাধার, অচিরে কর সংহার,
হইতেছে সুপ্রত্যক্ষ তার॥
যদি তোরে বধে ধনী, লজ্জার না কর ধ্বনি,
আভাবে বুঝাও গড্ডারিক।
মেষের সভাব প্রাণ, মরা বাঁচা নাহি জ্ঞান,
কর গতি গতানুগতিক॥

হৃদয় তব যাদৃশ, অবশ্য সম্ভবে বৃষ,
হেতু তদুপরে কুচ হয়।
ওহে কান্তা কান্ত সহ, একত্র যখন রহ,
মিথুন শোভয়ে মনোহর ॥
বাহিরে নাহি প্রকাশ, গৃহ বিবরেতে বাস,
কভু মৃত হও গর্ত্ত ধরি।
কর্কটের যেই ভাব, তোমাতে নাহি অভাব,
অবশ্যই তুমি অশ্বতরি ॥
সিংহ শোভে কটি তটে, কন্যা রূপা তুমি বটে,
তুলাও তোমার অঙ্গ শোভে।
যেহেতু সদৃশ তব, তুমি হও অনুভব,
অনুরূপে সর্ব্ব রূপে লোভে ॥
নাভি হতে কুচকলি, অবধি যে লোমাবলি,
ছদ্ম বেশি বৃশ্চিকের তনু।
ভ্রূভঙ্গে ভুলাতে মন, করেছ অঙ্গে ধারণ,
প্রিয়সী অষ্টম রাশি ধনু ॥
ধ্বজ সহ হয়ে যোগ, মকর করিছে ভোগ,
তাহার প্রমাণ তব সনে।
করি জয় করি কুম্ভ, কুচ কুম্ভ ছলে কুম্ভ,
বিরাজিত হৃদি পদ্মাসনে ॥
নাশার পাশেতে রাশি, প্রোষ্ঠীমৎস্য দুই আঁখি,
মীনরাশী তাহে সুপ্রচার।
প্রিয়সী লো এ প্রসঙ্গে, ধরিয়াছ স্বীয় অঙ্গে,
ছদ্ম বেশে রাশি চক্র তার ॥

ওলো তোরে তাই বলি, ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী হলি,
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মের আধার।
যেদিগে ফিরিয়া চাই, জগৎ দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার॥

ষড় ঋতু বর্ণনা।

প্রথম গ্রীষ্ম ঋতু বর্ণনা।

ত্রিপদী।

তব অঙ্গে আহা মরি, গ্রীষ্ম ঋতু দৃশ্য করি,
সুন্দরী লো শুন সে আভাস।
সূর্য্যকান্তমণি গলে, কেবা সূর্য্য কান্ত বলে,
স্বয়ং সূর্য্য হতেছে প্রকাশ॥
মাঝেতে থাকিয়া ধনী, দীর্ঘ নিশ্বাসের ধ্বনি,
যখন কর লো ক্রোধ মনে।
মনে হয় গেল আয়ু, আইল রে অগ্নিবায়ু,
সুশীতল হইব কেমনে॥
মৌনব্রতে সদা রও, সাধিলে না কথা কও,
মুখপদ্ম মলিন বরণ।
হায় যেন রবি করে, সরোজিনী সরোবরে,
বারি বিনে সাধিছে মরণ॥
দেখিলেন কমলিনী, হয়েছেন সমলিনী,
আঁখি ভৃঙ্গ আঁখি ছল ছল।
ক্রন্দন ক্রন্দন ছলে, আপন নয়ন জলে,
শীতল করয়ে শতদল॥

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দণ্ডে, লোমকুণ্ড সেই দণ্ডে,
ত্যজি ধর্ম্ম ধরি অপ রূপ।
পাতল নিঃসৃত হয়ে, অতলে লুকায় ভয়ে,
প্রিয়সী লো একি অপরূপ॥
বারি বিনে করিবর, তৃষায় হয়ে কাতর,
শুষ্ককণ্ঠে তাপিত অন্তরে।
স্তন ছলে রাখি মুণ্ড, লোমাবলি ছলে শুণ্ড,
বাড়ায়েছে প্রেম সরোবরে॥
মলয়া পর্ব্বত প্রায়, বক্ষরুহ শোভা পায়,
কণ্ঠহার ছলে যত ফণি।
পিপাসায় জর জর, কলেবর থর থর,
কাঁপে যেন হারাইয়ে মণি॥
দারুণ অরুণ বলে, মেদিনী নিতম্ব ছলে,
কাটিয়া হয়েছে দুইখান।
তত্রাচ না ত্রাস টুটে, কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে,
গমনেতে হেরি সে প্রমাণ॥
হেরে ধরা কম্পমান, সবে ওষ্ঠাগত প্রাণ,
পলাতে উদ্যত ধরা ত্যজে।
কতবা লইব নাম, চতুর্ব্বিধ ভূত গ্রাম,
জর জর দিবাকর তেজে॥
হয়ে চাতকের দল, করিছে স্ফটিক জল,
তৃষ্ণাতুরে সবে হাহাকার।
বরিষা বিহনে প্রাণ, সকলে হারায় প্রাণ,
বুঝি সৃষ্টি হয় ছার খার॥

গ্রীষ্ম ঋতু তব কায়, এরূপেতে শোভা পায়,
হায় হায় অতি চমৎকার।
যেদিগে ফিরিয়া চাই, জগৎ দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার॥

বর্ষা ঋতু বর্ণন।

ত্রিপদী।

দেখি না আশ্চর্য্য বই, কামিনী লো তোরে কই,
বর্ষা ঋতু স্বসৈন্য সহিত।
নব ভাবে নব রঙ্গে, বিরাজিত তব অঙ্গে,
আদরিণী অতি সুপ্রমিত॥
ধরিয়া মানিনী বেশ, এলাই চাচর কেশ,
যখন থাকলো সুধাননে।
তখন কুন্তল জাল, যোজিত নীরদ মাল,
প্রাণ প্রিয়ে হেন লয় মনে॥
তাহে কিবা নীভা হায়, কৃষ্ণবর্ণ পট প্রায়,
চিকুর ছলেতে ঘনগণ।
দেখে কৃষ্ণ তনু খানি, মনে এই অনুমানি,
মেঘেতে ঢাকিল চন্দ্রানন॥
মাঝে কর চল চল, নেত্র ঝরে বহে জল,
ধারায় ধরার নাহি স্থল।
যেন নব নবঘন, বৃষ্টি করি ঘন ঘন,
সৃষ্টি রিষ্টি নাশিছে সকল॥

যখন স্বজল আঁখি, প্রকাশে পলকে রাখি,
বারি বিন্দু পঙ্ক কেশরেতে।
নাসাপুটে বিন্দু বিভা, ছলেতে তড়িৎ নীভা,
মনোহর শোভা বেশরেতে॥
পয়োধরে পয়ো ধার, পড়িতেছে অনিবার,
অনুভব সম্ভবে তাহায়।
সুমেরুর হেম ধারে, জলধর জল ধারে,
পর্ব্বতে বরিষে মরি হায়॥
বারি আশে চাতকিনী, যেন কত পাতকিনী,
স্তনমস্ত ছলে কুচাচলে।
পিপাসায় ঊর্দ্ধমুখে, তৃষা ক্ষুধা করে সুখে,
চঞ্চুতে সঞ্চিত করে জলে॥
লঙ্ঘাইয়া কুচ শৈল, বারি ভারি বেগ হৈল,
তরঙ্গে প্রবেশে নাভিকূপে।
যেন ধারা স্রোত ভরে, পড়িছে নাভি গহ্বরে,
পর্ব্বতের নির্ঝরাম্বু রূপে॥
যখন লো রাগ ভরে, মুক্তাহার ছিন্ন করে,
স্বকরে তুলেতে কর পাত।
তখন নাশিতে স্মৃতি, হয় যেন শীলা-বৃষ্টি,
কঙ্কণ আঘাতে বজ্রাঘাত॥
ঘন ক্রন্দনের ধ্বনি, অনুমানি শুনে ধনী,
ঘনগণ গভীর গরজে।
জগতে সকলে বলে, জগত ডুবিল জলে,
সাম্বরী লো সম্বর গরজে॥

বরষা ঋতু এ রীতে, স্বীয় কান্ত সহিতে,
সুপ্রকাশ শরীরে তোমার।
যে দিগে ফিরিয়া চাই, জগত দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার ॥

শরদ্বর্ণনা।

ত্রিপদী।

কমলাস্থি আর যে হে, দৃশ্য হয় তব দেহে,
শরৎ ঋতুর আবির্ভাব।
সাধিতে আপন কার্য্য, বিজয় বীর্য্যেতে রাজ্য,
শাসিছে হে শুন সেই ভাব ॥
যখন বিধুবদনে, ত্যজিয়া মান রোদনে,
নেত্র রগড়াও দিয়া হস্ত।
গলিত আঁখি অঞ্জন, গণ্ডদ্বয়েতে রঞ্জন,
হইতেছে বিন্যস্ত সমস্ত ॥
হের হের মনঃ হরে, তব মুখ শশধরে,
মিলিত হয়েছে মেঘ বলি।
শরদ নীরদ ছাঁদ, যেন রে পাতিল ফাঁদ,
ধরিবারে শরদের শশী ॥
হে মহিলে কিবা রূপ, জনি সরোবরে তব,
কত শত শত শতদলী।
গ্রীবা হয়েছে মৃণাল, তাহে শোভা পায় ভাল,
ঝলমল বদন কমল ॥

নয়ন নীল নলিনী, জিনিয়া নীল নলিনী

তারাগণ তাহে ভৃঙ্গ রূপ।

কনক মস্তকোপর, বাহু নালি সুনির্মল,

কুচকলি কলির স্বরূপ॥

কুচাগ্র কুচ উপরে, সুযোগে সুশোভা করে,

হরিণাক্ষি হের লো লোচনে।

যেন নব নব অলি, দলিছে কমল কলি,

মধুপানে মাতিতে গোপনে॥

আর তাহে শোভাকর, লোম শ্রেণি মনোহর,

মৃণাল ছলেতে প্রকাশিত।

আহা মরি কিবা শোভা, নাভিপদ্ম মনলোভা,

সরোজিনী রূপে বিকসিত॥

শোভিছে সুচারু গুরু, মৃণাল ছলেতে উরু,

পাদদ্বয় পদ্মিনী বিহারে।

এই মতে দল দল, দল মল শতদল,

প্রস্ফুটিত তোমার কাসারে॥

লাবণ্য ছলেতে জল, করিতেছে টলটল,

অঙ্গ ভঙ্গি তরঙ্গ সঘূর্ণ।

যেন শ্রেণি শ্রেণি মীন, জলে ভাসে জলে লীন,

কণ্ঠহার চঞ্চল বাঘূর্ণ॥

হাস্য আস্য পূর্ণ হলে, বিশ্ব মধ্যে কেবা বলে,

সেফালিকা পুষ্প বিকসিত।

আ-মরি কি অপ্রমিতা, ফুটেছে অপরাজিতা,

নীলাম্বরের করে প্রকাশিত॥

কর্ণদ্বয় শোভে যেবা, প্রস্ফুটিত যেন জবা,
সীমন্তে সিন্দূর তায় বলি।
বাহু দ্বয়ে শোভে শঙ্খ, হেরি যেন পুষ্প কঙ্ক,
অর্থাৎ রে বককুল বলি॥
সোহাগিনী তব কায়, এ রূপেতে শোভা পায়,
শরতের ঋতুর বাহার।
যে দিগে ফিরিয়া চাই, জগত দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার॥

শিশির বর্ণনা।

ত্রিপদী।

আছে তব দেহে প্রাণ, হেরিতেছি বিদ্যমান,
ঋতুরাজ শিশির দায়ক।
প্রভা হীন প্রভাকর, কন্যাপদে শোভাকর,
হইয়াছে পদ্মিনী নায়ক।
মহিলা হের বরণ, তব যুগল চরণ,
বালা অর্ক অলক্তে রঞ্জিত।
বল ওলো রসবতী, বটে কি না দিনপতি,
কন্যাপদে হয়েছে যোজিত॥
সন্তোষ হয়ে রমণে, যখন বলহ মনে,
শয়নেতে করি অভিলাষ।
শয্যা লহ উপধান, আলিঙ্গন কর প্রাণ,
নিদ্রা যাহ তুলীতে বিলাস॥

মলিন ও মুখইন্দু, তদুপরে বিন্দু বিন্দু,

ঘর্ম্ম শোভা পায় লোমকূপে।

মরি কিবা শোভা করে, সরোজিনী সরোবরে,

কেশরে তুষার লিপ্ত রূপে॥

না হইয়ে উন্মীলিত, বদনেতে নিমীলিন,

নেত্র দ্বয় স্থির পক্ষ হয়।

যেন হে নীহার সনে, জড়িত ভ্রমরাগণে,

মৃত্যু প্রায় কমলেতে রয়॥

কি শোভা কুচকলিতে, মুক্ত মুক্তা কাঁচলিতে,

নয়নেতে হেরি শুভ্রময়।

মরি বাহারে বাহারে, যেন প্রগাঢ় নীহারে,

ঢাকিয়াছে গিরি হিমালয়॥

মুক্তাবলি-কণ্ঠে স্থিত, তাহে যেন বিকসিত,

শোভাঞ্জন পুষ্প মন মত।

আর যে লো কুলবতি, যবে হও ঋতুবতী,

কোকনদ ফোটে কত শত॥

শিশির পতি দুর্দ্দান্ত, এরূপে শোভে নিতান্ত,

তব অঙ্গে দিয়া মহাবার।

যে দিগে ফিরিয়া চাই, জগৎ দেখিতে পাই,

মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার॥

শীত বা হেমন্ত ঋতু বর্ণনা।

ত্রিপদী।

প্রিয়ে তব কটিতটে, আহা মরি কিবা ঘটে,
মেখলার সন্ধি চক্র বিভা।
যেন কন্যা পদোত্তীর্ণ, হয়ে হন অবতীর্ণ,
উদয়াচলেতে রবি নীভা॥
স্নানান্তরে মুক্তকেশে, থাক মুক্তকেশী বেশে,
সন্ধিচক্র লুপ্ত কেশ জালে।
যেন নববধূ প্রায়, ঘোম্‌টা টানিয়া হায়,
রবিছবি ঢাকে মেঘ মালে॥
নিশিযোগে নিশাপতি, হয়ে উঠ দ্রুত গতি,
স্বপতির হৃদয় গগণে।
লাজ মুণ্ডে দিয়া বাজ, সাধ বিপরীত কাজ,
হয় কিবা শোভা সেই ক্ষণে॥
অনিবার পরিশ্রমে, চর্ম্ম ভেদি ঘর্ম্ম ক্রমে,
আর্দ্রিভুত করয়ে শরীর।
তাহে হেন হয় দৃষ্টি, ছলে করে সুধাবৃষ্টি,
শত ধারে পড়িছে শিশির॥
কেবা বলে তব কায়, নীলবাস শোভা পায়
ও যে কভু নীলবাস নয়।
আমি বলি ধূমাকার, অতি গাঢ় অন্ধকার,
কুজ্ঝটিকা শোভে সমুদয়॥

তুমি লো উর্ব্বরা ধরা লক্ষণে পড়েছ ধরা,
চিনিবারে সাধ্য আছে কার।
রতি অন্তে রসবতী, দেহ ক্ষিতি শস্যবতী,
ভাবে বোঝা কি বলিব আর॥
এরূপে হেমন্ত কাল, তব অঙ্গে শোভে ভাল,
অধিক কি করিব প্রচার।
যে দিগে ফিরিয়া চাই, জগৎ দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার॥

বসন্ত বর্ণনা।

ত্রিপদী।

হের ওলো মৃগনেত্রে, তব অবয়ব ক্ষেত্রে,
বসন্ত ঋতুর অধিষ্ঠান।
মরি মরি কিবা শোভা, জগজ্জন মনোলোভা
হেরিতে হেরিতে হরে জ্ঞান॥
লতা গুল্ম তরুচয়, উদ্ভিজ্জাদি সমুদয়,
জীর্ণ পর্ণ চূর্ণ ত্যাগ করে।
নবীন পল্লব লয়ে, নবীন নবীন হয়ে,
নবীন প্রবীণ মনঃ হরে॥
সে পল্লব সাক্ষ্য দিতে, বদনে হয় উদিতে,
সুকোমল ওষ্ঠ কি সুন্দর।
নিশ্বাসেতে অবহেলে, মলয়া মারুত খেলে,
মন্দ মন্দ গন্ধ মনোহর॥

করিয়া ওরে স্বদর্প, তোমার দেহে কন্দর্প,
 সৈন্যের সহিত বিরাজিত।
বারেক করি কটাক্ষ, দেখ ওলো খঞ্জনাক্ষ,
 অগঞ্জন জগত রঞ্জিত॥
ভুরু ছলে ধরি ধনু, মাজায় মিশায়ে তনু,
 লোচন ছলেতে ফুলবাণ।
কজ্জল গরল মেখে, আকর্ণ সন্ধানে থেকে,
 বধিতেছে প্রেমিকের প্রাণ॥
এবম্বিধ বিধায়েতে, রাখিয়াছ স্বকায়েতে,
 মদনেরে ভুলায়ে রে প্রাণ।
অতেব তুমি মোহিনি, মদন মনঃ মোহিনী,
 রতি ছলে রতি কর দান॥
বসন্তের আগমনে, প্রিয়ে তব দেহ–বনে,
 মুকুলিত নানা তরুবর।
হেরে চিত্ত আনন্দিত, অতি রম্য অনিন্দিত,
 সুগন্ধ বহিছে কি সুন্দর॥
জাতি মল্লিকা মালতী, যুথি বান্ধুলী সেউতি,
 নাগেশ্বর কাঞ্চন মাধবী।
চামেলি চন্দ্রমল্লিকা, জুঁই নেবু সেফালিকা,
 কৃষ্ণকেলী কদম্ব করবী॥
কামিনী রজনীগন্ধ, গন্ধরাজ দেয় গন্ধ,
 গোলাপ আলাপ যোগ্য প্রভা।
চম্পক ভুমিচম্পক, গাঁদা সুবর্ণচম্পক,
 অশোক কিংশুক বক জবা॥

কমল দল কোমল, কুমুদ রক্তকমল,
মখমল কুন্তল দোপাটি।
মদন লোধ্র ধাতকী, কুসুম কুন্দ কেতকী,
পারিজাত ফোটে পরিপাটি ॥
সোণামুখি শোভাঞ্জন, বকুল ফুলরঞ্জন,
ফুটেছে পাকল সূর্য্যমণি।
রঙ্গন রেণু রসাল, করলি পিয়াল তাল,
আমোদে ফুটিছে কুমুদিনী ॥
ঢেঁড়ি ছলে ঢেড়িলতা, অবতংস হংসলতা,
ঝুম্‌কা ছলে ঝুম্‌কালতা তায়।
করঞ্জ অপরাজিতা, বন ফুল বিকসিতা,
ধুস্তুরা বিস্তর শোভা পায় ॥
হেলায় ফুটিছে হেলা, দাড়িম্ব কদম্ব বেলা,
আকন্দ কন্দোট তুন্দ আম্র।
খর্জ্জুর আতৃপ্যদল, মধুর কন্টকি ফল,
শোভিছে আমড়া নিচু আম্র ॥
অশ্বথাদি দেবদারু, মুকুল পুষ্পেতে চারু,
শোভে সবে লোভে অলিকুল।
অপার সুখ সাগরে, ভাসে নাগরী নাগরে,
কুলবালা নাহি চায় কূল ॥
এরূপে উদ্ভিজ্জ রঙ্গে, সংযোজ্য তোমার অঙ্গে,
তদুপরে নানা পক্ষগণ।
নানা স্বরে করে গান, রসিকের হরে প্রাণ,
প্রিয়া বিনা নাহি প্রয়োজন ॥

কোকিল প্রধান তায়, অখিল ভরিয়া গায়,
স্বর যেন খরতর শর।
বিরহীগণের কাল, কি কাল বসন্তকাল,
কেমনেতে হই অবসর॥
ভৃঙ্গ মাতঙ্গ তুরঙ্গ, বেঙ্গ পতঙ্গ কুরঙ্গ,
কুলের আতঙ্ক ভঙ্গ করে।
মাতিয়া অনঙ্গ সঙ্গে, সুরঙ্গ প্রসঙ্গে রঙ্গে,
অঙ্গের ভঙ্গিতে মনঃ হরে॥
কহিব কি অধিকার, বসন্তের অধিকার,
কামাসক্ত হইয়াছে সবে।
কত বা লইব নাম, চতুর্বিধ ভূতগ্রাম,
মাতিয়াছে মদন উৎসবে॥
এ রূপে ঋতু বসন্ত, তোমার দেহে নিতান্ত,
বিরাজিত সৈন্য সহকার!
যেদিগে ফিরিয়া চাই, জগৎ দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার॥

গদ্য। হে নিষ্কলঙ্ক সুচারু চন্দ্রবদনে! লতা-তরু ফল ফুল ও পশু পক্ষ প্রভৃতিতে শোভন তম যে ষড়্‌ঋতু, তাহা তোমার অঙ্গে প্রকীর্ণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।.কিন্তু বসন্ত বর্ণনায় ফল ফুল মুকুল বিশিষ্ট বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু পক্ষ ও কীটাদিওযাহা বিরচিতকরিলাম তাহা প্রমাণপ্রসিদ্ধ হয়

নাই অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রমাণ প্রত্যক্ষ কথনে কাপট্য হইয়াছি, তাহার কারণ যে স্থলে চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম প্রকাশ পাইতেছে, সে স্থলে সমস্ত প্রমাণই সুপ্রসিদ্ধ বটে। এক্ষণে ভূত গ্রাম চতুষ্টয় বর্ণনা করিয়া তোমার ভ্রম দুর করিতেছি।

প্রথম, মনুজ বা জরায়ুজ বর্ণনা।

ত্রিপদী।

ভূত গ্রাম চতুষ্টয়, প্রিয়ে তব দেহে রয়,
যথা শক্তি করি লো বিদিত।
সৃজিতে মনুজ সর্ব্বে, অঙ্গেতে ধরেছ গর্ব্বে,
বীজ ক্ষেত্র অতি অপ্রমিত॥
পশুপতি সিংহরাজ, কটিতে করে বিরাজ,
পশুগণ সবে নম্র তুণ্ড।
অঙ্গ চালি তব অঙ্গে, মাতঙ্গগণ আতঙ্কে,
বাহু ছলে আগাইছে শুণ্ড॥
কি আশ্চর্য্য দেখ সতী, গমনে কুঞ্জর গতি,
কটি সিংহ দেখে কাঁপে কোপে।
হেরে স্বীয় স্বামী ক্রোধ, করি করে উপরোধ,
দোলাইয়া কর কর রূপে॥
আত্ম তত্ত্বদর্শীগণে, দ্বিপাদ ব্যাঘ্রিনীগণে,
ইথে তুমি বাঘিনী বিদিত।

মৃগগণ সশঙ্কিত, তব দেহেতে অঙ্কিত,
নেত্রে নেত্র করি সমর্পিত ॥
ঘ্রাণ যদি নাহি পেতে, হরিষে পুরিষ খেতে,
বটে কি না বরাহ রূপিণী।
যৌবন মদেতে মত্ত, এ ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড,
করিবারে পার লো আপনি ॥
ছাগী প্রায় কামরতা, নাহি বাছ সুতা ভ্রাতা,(১)
যারে পাও তারে মান ধন্য।
অশ্বিনী না হলে কিরে, অশ্বজাতি পুরুষেরে,
দৃশ্য করে বিশ্বরে অগণ্য ॥
হৃদয় পিঞ্জরে বাস, প্রাণপাখি পায় ত্রাস,
ইথে তুমি মার্জ্জার শোভিত।
এ রূপে মনুজগণ, আনন্দে হয়ে মগন,
তোমার অঙ্গেতে বিরাজিত ॥
প্রত্যেকে লইতে নাম, রসনার অবিশ্রাম,
সেই জন্য হয় সঙ্ক্ষেপসার।
যে দিগে ফিরিয়া চাই, জগত দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার ॥

---

(১) শ্লোকঃ।

সুবেশ পুরুষ দৃষ্ট্যা ভ্রাতরঃ যদি বা সুতঃ।
যোনিক্লিদন্তি নারীণাং সত্যংসত্যংহি নারদ ॥

দ্বিতীয়, অণ্ডজ বর্ণনা।

ত্রিপদী।

অণ্ডজ হে তব অঙ্গে, বিরাজিত নবরঙ্গে,
রঙ্গিণি লো শুন সে আভাস।
ত্যজিয়া আকাশে বাসা, নাসায় মিশায়ে নাসা,
খগপতি সুখে করে বাস॥
হেরিত গরুড় বিহঙ্গ, আতঙ্কে যত ভুজঙ্গ,
বেণী বেশে ঢাকে স্বীয় অঙ্গ।
হয়ে অতি আকুঞ্চন, করবী ছলেতে রণ,
সিংহ ভয়ে যেমন কুরঙ্গ॥
অঞ্জনে রঞ্জন আঁখি, যুগল খঞ্জন পাখি,
ধরিয়া রেখেছ নাসা পাশে।
কোকিল কাকলি সম, তব ভাষ অনুপম,
প্রিয় যবে ভাষ সুধাভাষে॥
গৃধিনী তোমার ভাবে, ভুলিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে,
কর্ণ সাক্ষ্য রাখি করে বাস।
তদ্রূপ কপোতগণ, দেহেতে মিলিত হন,
বদন চুম্বনে সে প্রকাশ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, ধরিয়া করিয়া ফাকি,
বস্ত্র ঢাকি বল পয়োধর।
মুখ সুধাপান জন্য, চকোরগণ অগণ্য,
বদনে রয়েছে নিরন্তর॥
শিখিগণ চুপে চুপে, আছে তব বাহুরূপে,
পুচ্ছ গুচ্ছ কেশে মিশে রয়।

বসন্ত ছলে বক পুঞ্জে, তোমার অঙ্গেতে ভুঞ্জে,

বউকথা কহ তোরে কয় ॥

তুমি লো গর্ব্বিণী হলে, মন্থর গমন ছলে,

প্রিয়সী তোমার গতি হয়।

সবে বলে খোকা হক্, গৃহস্থের খোকা হক্,

গৃহস্থের খোকা হক্ কয় ॥

যাঁহারে নয়ন বাণ, কটাক্ষ কররে প্রাণ,

সেই তোরে বলে চোক গেল।

তব দেহে চোক গেল, আছে পাখি চোক গেল,

বলে চোক গেল চোক গেল ॥

দূতী কার্য্যে হলে রতি, জগত হইবে প্রীতি,

কেনা লো কেনা ময়না কবে।

তুমি লো স্ফটিক জল, খাইতে স্ফটিক জল,

সদা ডাক স্ফটিক জল রবে ॥

লুকাইবে বল কাকে, খোপা ছলে রাখ কাকে,

পক্ষ করে গণ্ডদেশে শোভা।

টিয়া প্রায় বুদ্ধি বল, কাট লো কুল শৃঙ্খল,

গমনে মরাল মনোলোভা ॥

মাছরাঙ্গা ছলে বালা, নর মীন পলা পলা,

এই বোল জগতেতে কয়।

তুমি লো শুকের শারী, কে বলে তোমায় নারী

বাজ রূপে বিশ্ব কর জয় ॥

এ রূপে অণ্ডজ যত, তব অঙ্গে সুশোভিত,

হায় হায় কিবা চমৎকার।

যে দিগে ফিরিয়া চাই, জগত দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার ॥

তৃতীয়, স্বেদজ বর্ণনা।

ত্রিপদী।

বিনোদিনি তব কায়, স্বেদজ যে শোভা পায়,
সুন্দরী লো হায় কি সুন্দর।
কেশ কীট অপ্রমিত, মস্তকেতে সুশোভিত,
স্বেদজ রূপেতে মনোহর ॥
আর যে লো বিধুমুখি, তব অঙ্গে হয়ে সুখি,
মক্ষিকাগণেতে রঙ্গে ভঙ্গে।
স্থলেতে করিছে স্থিতি, আচিল তিল প্রভৃতি
কৃষ্ণব্রুণ আদি যাহা অঙ্গে ॥
ও পদ কমল ফুলে, কলরবে অলিকুলে,
কিঙ্কিণী হইয়া থাকে পায়।
মত্ত হয়ে মধুমদে, স্মরণ লইয়া পদে,
পদে পদে তব গুণ গায় ॥
মশাক চরিত্র লয়ে, মিষ্ট স্বর কর্ণে কয়ে,
ক্রমেতে মোহিত কর মন।
অবশেষে প্রাণধন, হর তার প্রাণ ধন,
মশারূপে করিছ ভ্রমণ ॥
এববিধ বিধায়েতে, স্বেদজেরে স্বকায়েতে,
ধরিয়াছ মরি চমৎকার।
যে দিগে ফিরিয়া চাই, জগত দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার।

চতুর্থ, উদ্ভিজ্জ বর্ণনা।

ত্রিপদী।

প্রত্যক্ষ হবে কহিলে, দেখ দেখ ও মহিলে,
উদ্ভিজ্জ উদ্ভব তব কায়।
কি সুচারু গুরু উরু, তরুণ কদলী তরু,
নর গরু ভিরুভাবে চায়॥
আতা নোনা তাল বেল, কুষ্মাণ্ড ও নারিকেল,
তুম্বিফল প্রভৃতি কদম্ব।
বার্ত্তাকু জামির আর, কমলকলি মাদার,
চাল্‌তে আম্র পনস দাড়িম্ব॥
তাই প্রিয়ে তোরে বলি, এ সব পাদপাবলি,
হৃদিমাঝে হয়েছে উদয়॥
আহা মরি কমলাক্ষ, প্রত্যক্ষ করিতে সাক্ষ্য,
বক্ষে রক্ষা কর কুচদ্বয়॥
স্বর্ণচাপা তরুবর, হেরি তব কলেবর,
পাদপাণি শাখা সাক্ষ্য জন্য।
অঙ্গুলি ছলে কলিকে, শোভে লো কুলবালিকে,
বরণে হরিদ্রা দ্রুম গণ্য॥
বদনে ধরেছ পদ্ম, মৃণালের বেশ ছদ্ম,
করদ্বয়ে কর প্রকাশিত।
তিল তরু মনোলোভা, ওকার সুচারু শোভা,
নাসাছলে ফুল বিকসিত॥
মহিলা লো সুনির্ম্মল, সজল নীলকমল,
লইলে লো লোচনের ছলে।

লোমের আবলি নামে, নব নব দুর্ব্বাদামে,
সপিয়াছ কলেবর স্থলে ॥
লতা করে স্বর্ণলতা, শীরা ছলে বিষুলতা,
স্বীয় অঙ্গে করেছ ধারণ।
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠ ছলে, তব বদন-কমলে,
হিঙ্গুলেরে জিনিয়া বরণ ॥
কুন্দ কুসুম পাদপে, ধরেছ বদন চপে,
দন্ত ছলে ফুল প্রফুল্লিত।
রক্ত বক বৃক্ষ আর, বদনে দিয়াছে বার,
কর্ণ রূপে পুষ্প প্রকাশিত ॥
সার্দ্ধ ত্রিকট্য নাড়িকা, যন্ত্র পুষ্পের লতিকা,
অন্তরে রেখেছ চুপে চুপে।
ত্রিদলাদি শতদল, প্রফুল্ল সহস্র দল,
অবাচ্য অপরাজিতা রূপে ॥
এ রূপে উদ্ভিজ্জ মালা, অঙ্গে লইয়াছ বালা,
বর্ণিবারে সাধ্য কি আমার।
যে দিগে ফিরিয়া চাই, জগত দেখিতে পাই,
মরি কিবা মহিমা স্রষ্টার ॥

গদ্য। অতএব হে বিনিদ্র সরোরুহাক্ষি! ইত্যাদিত্যাদি বিধায়ে তোমাতে আর জগতেতে কিছু মাত্র বিভিন্ন নাই। তুমি যে জগৎ স্বরূপা তাহার আর সন্দেহই বা কি? এ কারণ জগত

পরিত্যাগ পরিচেষ্টায় তুমিও পরিত্যাগের পাত্রিণী হইয়াছ। অর্থাৎ জগত ত্যক্ত ব্যক্তির তুমিও ত্যক্ত।

তথাচোক্তং।

শ্লোক। যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিঃস্ত্রী-
কস্য কভোগভুঃ। স্ত্রীয়ংত্যক্ত্বা জগত্ত্যক্তং
জগৎত্বক্ত্বা সুখীভবেৎ॥

অস্যার্থ।

ঈদৃশ উক্তি আছে। যাহার স্ত্রী আছে তা-হার ভোগের ইচ্ছা হয়। স্ত্রী রহিত ব্যক্তির ভোগ-স্থান কোথায়। অতএব স্ত্রী ত্যাগ করিলে জগত ত্যাগ হয়। এবং জগত ত্যাগ করিলে সুখী হয়।

গদ্য। অতএব হে প্রফুল্ল কমলদল বদনে? জগত সহিত-তুমি আমার ত্যাগ যোগ্যই হইয়াছ। তুমি জনগণের হৃদয় পদ্মের ভ্রমরী রূপা হৃদি সরোরুহ দলে কেলিকলাপ বিলাসিনী হইয়াও জনগণের যে ঘৃণিতা ইহা প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হই-তেছে। কারণ তোমার বক্ষে সুমেরু চূড়া সঙ্কাশ কুচগিরি দেখিয়া মূঢ়গণে দৃঢ়ধ্যানে প্রগাঢ় আড়-রে মদনোৎসব করেন। কিন্তু সাধু মণ্ডলীতে ত

তাহার বিপরীত জ্ঞানে তোমার প্রিতির প্রতি প্রতি কূলরূপে ঘনোন্নত স্তনদ্বয়কে পেশীবর্ত্তন ব্যতিত আর কিছুই বোধ করেন না।

অতএব হে মদন মনঃপীড়িতে তড়িৎ জড়িৎ বরণে! তুমি সাধুগণের ন্যায্যই ত্যজ্য হইয়াছ।

তথাচোক্তং।

শ্লোক। পুরুষামিষ রসরসিকা লোচন দশনা মনোবনগা। খরতর গতিকৃতিনখরা দ্বিপদ ব্যাঘ্রী গৃহে গৃহে ভ্রমতি॥

অস্যার্থ।

ইহা উক্ত আছে। পুরুষ স্বরূপ মাংস রসেতে তৃপ্তা এবং চক্ষু রূপ দর্শন যুক্তা ও মনঃস্বরূপ বনেতে ভ্রমণকারিণী এবং খরতর নখবিশিষ্টা যে স্ত্রীরূপা দ্বিপাদ ব্যাঘ্রী সে পুরুষ গ্রহণার্থে গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে।

তথাচোক্তং।

শ্লোক। সর্ব্বেষাং দোষরত্নানাং সুসমুদ্গি করালয়া। দুঃখশৃঙ্খলয়া নিত্য মলমস্ত মমস্ত্রিয়া॥

পণ্ডিত কর্ত্তৃক কথিত।

অর্থ। সকল দোষ রূপ রত্নের ভাণ্ডার এবং দুঃখের শৃঙ্খল স্বরূপ যে স্ত্রী সকল ইহারা আমার পক্ষে ব্যর্থ হয়।

গদ্য। ইত্যাদি উক্তি করিয়া সাধু পুর্ব্ববৎ ভুষ্টিস্থিত হইলেন তদন্তর ঐ শুদ্ধাত্মার সোহাগিনী পুনর্ব্বার পতিকে পুর্ব্বরূপ দর্শন করিয়া নানা মত সম্ভোগের বিয়োগ জানিয়া হা হা স্বর নিসরণ পুরঃ সর যুবক যম সম যুগল লোচন জলসহ ছল ছল বিলোকন করত দীর্ঘশ্বাস পরিহরি বিরস বদনে জীবন নাশের প্রার্থনায় যদ্রূপ আক্ষেপোক্তি ক- রিতে লাগিলেন তাহা যমক পয়ার প্রবন্ধে নীমে নিবন্ধ হইল।

যমক পয়ার।

কি উপায় কই যায় দেহ হতে প্রাণ।
কিসে তবে হবে বড় দেহ হতে প্রাণ॥
জীবনে ভাসনা কেন জীবনে বাসনা।
ভালবাসা বিনে কাল ভাল কি বাসনা॥
এ রমণী অনাথিনী কবে যবে সবে।
শব বিনে কেমনে এমন বাক্য সবে॥
প্রফুল্ল কমল কিন্তু হইলে নিঃবাস।
বনে বা অনলে কয় মহিলে নিবাস॥

মৃগয়া করিতে কাম এলে একাননে।
কি কাকুতি পঞ্চবাণে কবে এ কাননে॥
পঞ্চানন পরাভব হন পঞ্চাননে।
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাহা হয় পঞ্চাননে॥
অতএব সে সময় কেমনেতে রবে।
যখন হানিবে বাণ হান হান রবে॥
স্বয়ং বলে এই দেহ কর ভস্মরাশি।
স্বয়ং বলে এই দেহ কর ভস্ম রাশি॥
ওরে মনঃ কেন মিছে ইতস্ততঃ চাও।
ছাড়রে জীবন আশা যদি ভাল চাও॥
প্রিয়বাক্যে ও প্রিয়ে না কবে প্রিয়জন।
তবে আর দেহ ভার কিবা প্রয়োজন॥
এ বেশ হতেছে এবে বেশ বিষধর।
এই বেলা বিষধর ধরে বিষ ধর॥
নেত্র রে অত্র কি মিছে করিতেছ দৃষ্টি।
নবম সংখ্যার শনি দিতেছে রে দৃষ্টি॥
সখা দত্তা ফুল ঘ্রাণ পাবেনারে নাসা।
তবে আর বাঁচা কেন হয়ে কর্ম্মনাশা॥
রসময় রস ভাব না করে শ্রবণ।
কেমনে জীবিত ভাবে রবে হে শ্রবণ॥
শোন্‌ওলো কুন্তল যদি হলি কালপাশ।
তবে কেন না লওলো মোরে কাল পাশ॥
হৃদয় ভাণ্ডারে থাকিতেরে পয়োনিধি।
কই শোভা পায় থাকিতেরে পয়ো নিধি॥

দন্তরে অন্তরে দুঃখ বাড়িছে কেবল।
কালের করাল মুখে হৈল না কবল॥
কেন রে ভাবনা কর কারে দিবা কর।
দাও কর তাঁরে যাঁর পিতা দিবাকর॥
এ রূপ আক্ষেপে ধরা লোটাইয়া ধনী।
শবাকার হয়ে করে হাহাকার ধ্বনি॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা ক্ষণে জ্ঞান ক্ষণে উম্মাদিনী।
এ রূপে ক্ষণেক কাল হয়ে উন্মাদিনী॥
পরে আদ মৃদুস্বরে যুড়ি দুই করে।
পতির চরণে ধরি নিবেদন করে॥

সতীর প্রশ্ন! পতির উত্তর।

সতী—একান্ত ত্যজিলে হে গুণনিধি।
পতি—কি করি প্রিয়সি বিধির বিধি॥
সতী—বিধির বিধি কি বাদী আপনি।
পতি—কি দোষেতে বাদী হইব ধনি॥
সতী—করিয়াছি কত দোষ চরণে।
পতি—সতীর দোষ কি পতিতে গণে॥
সতী—তবে কেন নাথ ত্যজ আমায়।
পতি—জগত রূপিণী দেখে তোমায়॥
সতী—তবেত আপনি জগত স্বামী।
পতি—সে কি লো প্রিয়সী আমি কি আমি॥
সতী—আমি কি হে আমি এ কোন ঠাট।
পতি—আত্মতত্ত্বের এই প্রথম পাঠ॥

সতী—আত্মতত্ত্ব বল বল হে কায়।
পতি—পরমাত্ম তত্ত্ব যাহাতে পায়॥
সতী—পরমাত্মতত্ত্ব সে বা কি রূপ।
পতি—সদত সাধনা ব্রহ্ম স্বরূপ॥
সতী—বল হে ব্রহ্মের কিবা আকার।
পতি—নানা মতে হয় নানা প্রকার॥
সতী—তব মতে কি হে শুনিব তাই।
পতি—নিরাকার ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাই॥
সতী—আমি বলি ব্রহ্ম দ্বিতীয় আছে।
পতি—না বল ও কথা আমার কাছে॥
সতী—কি কথা কহিব বল হে ভর্ত্তা।
পতি—বল এক ব্রহ্ম সৃষ্টির কর্ত্তা॥
সতী—দম্পতি বিনে কি সৃজন হয়।
পতি—ত্যজ লো ধনী ও মিছে সংশয়॥
সতী—বল বল কিসে ত্যজি সংশয়।
পতি—দম্পতী কদাচ ভিন্ন না হয়॥
সতী—তবে কি দম্পতি নহে প্রত্যেক।
পতি—না লো রূপসি উভয়ে এক॥
সতী—তবে ত্যজ মোরে কি অভিপ্রায়।
পতি—গৃহী বিনে কেবা গৃহিণী চায়॥
সতী—আপনি কি গৃহী নহে রে প্রাণ।
পতি—কিসে মোরে গৃহী হতেছে জ্ঞান॥
সতী—গৃহেতে রয়েছ করেছ বিয়ে।
পতি—যৌবন বশেতে হয়েছে প্রিয়ে॥

সতী—এবে বশীভূত আছ হে কার।
পতি—যাঁর ইচ্ছা বশে জগদ্ব্যাপার॥
সতী—কার ইচ্ছা বশে জগদ্ব্যাপার।
পতি—যেই ব্রহ্ম এই বিশ্ব আধার॥
সতী—বল তিনি স্ত্রী কি পুরুষ মণি।
পতি—জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বেদের ধ্বনি॥
সতী—তবেত বেদই সর্ব্ব প্রধান।
পতি—তা নয় বেদেতে ব্রহ্মানুষ্ঠান॥
সতী—বেদেতে ব্রহ্ম কি ব্রহ্মেতে বেদ।
পতি—শ্রুতি হতে প্রিয়ে হয়েছে বেদ॥
সতী—শ্রুতিই তবেত হইল মূল।
পতি—ও কেবল প্রিয়ে বুঝিতে ভুল॥
সতী—বুঝাও বুঝেছে বুঝি কি বোঝা।
পতি—এ বোঝা বুঝিতে হইবে বোঝা॥
সতী—বোঝা বলে বুঝি বোঝা হবে না।
পতি—কমল আধারে কভু সবে না।
সতী—না হয় আপনি ধরিবে ভার।
পতি—ইহাতে প্রিয়ে কি লাভ তোমার॥
সতী—কহিব কেন হে না হলে লাভ।
পতি—তবে শুন প্রিয়ে ইহার ভাব॥

গদ্য। এই রূপ উভয়ে বাক বিতণ্ডা হইতেছে এমত সময়ে সুদীর্ঘ পিঙ্গল জটাজালে রঞ্জিতা, শির কিরীট বিভূষিতা, ললাটে ত্রিপুণ্ড মণ্ডিতা,

প্রদীপ্ত হুতাশন লোচনা, যোগপট্ট স্কন্ধ বেষ্টিতা ও জপমালা ত্রিশূল গ্রহিত ভুজদ্বয় সমোশ্বিতা এক নায়িকা বিমানমার্গে অধিষ্ঠাত্রী হইয়া সুধা ষিক্ত শ্রবণ মনোহর বাকে কহিতেছেন।

হে জগদীশ্বর! প্রায় এই পৃথিবীস্থ সমস্ত বুধগণেই নারী নিন্দনীয় জ্ঞানালোকে বিভুষিত। অর্থাৎ যেসকল গ্রন্থে অঙ্গনা সঙ্গ না করার প্রথা। স্ত্রীলোক তিরস্কৃত ব্যতীত ইহাদিগের এমত কি কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ নাই যে তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম প্রভৃতি প্ররচিত গাথা সকল গ্রথিত থাকে? মুগ্ধ মানবমণ্ডলীর কি ভ্রম, ইহারা যোষিত দোষিত পুস্তকেই মস্তক বিক্রয় করিতে সামর্থবান হইয়াছেন। হায় হায়! কোন বিষারদ রমণীকে রাক্ষসী আখ্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোন প্রাজ্ঞ নারীকে পিশাচ বাচ রচিয়াছেন, কোন ভ্রমাত্মক ভীমাগণকে ভুজঙ্গিনী সংজ্ঞা দিয়াছেন, কোন শাস্ত্র কার স্ত্রী আকার দ্বিপদ ব্যাঘ্রীরূপা লিখিয়াছেন, কোন চেতবান চেতমৎস্য ধারণের জাল স্বরূপা বলিয়াছেন, কেহ বা জ্ঞানালোক নির্ব্বাণের ঝটিকা প্রকটিত করিয়াছেন, কেহ বা ধীর নীর শোষণের

সূর্য্য ধার্য্য ভাবিয়াছেন, কেহ বা ভববারি তরণের তরণী হরণের তরঙ্গ তুল্য বলিয়াছেন, কেহ বা মাংস পিণ্ড ও ক্লেদাদ্র পথ বিশিষ্টা, কেহ বা সুবেশ পুরুষ দৃষ্ট্যা, ইত্যাদি কেহ বা স্ত্রীয়ংত্যক্তা জগৎ ত্যক্তং ইত্যাদি, কেহ বা শূকর সঙ্কাশ, কেহ বা কামাষ্ট গুণা, কেহ বা ষোলকলা, কেহ বা স্থানং নাস্তী-ত্যাদি, কেহ বা মোহজনিকা সুরা, কেহ বা নরকের প্রধান দ্বার, কেহ বা আপদের মূল, কেহ বা সর্ব্ব-নাশের আকর, ইত্যাদি ইত্যাদি যে যে মহাত্মার মনে উদয় হইয়াছে সেই সেই মহাত্মারা উক্ত কুল-বালা মহিলাদিগকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করি-য়াছেন। হায় হায় কামিনীগণ যে কি পদার্থ তাহা উক্ত মূঢ়েরা কিছুই অবগতি নহেন।

পয়ার।

কে করে কামিনী নিন্দে কে হেন পাতকী।
রমণী হইতে পুণ্য ধরেছ এত কি॥
নারী যদি অভাগিনী নয় ভাগ্যধর।
তবে কেন নারী জন্য নয় সাজে বর॥
নববধু লোভে মত্ত ধিক ধিক ধিক।
মাথায় ময়ুর লয়ে সাজয়ে কার্ত্তিক॥
কোথাকার সুত তুমি সে বা কার সুতা।
তাঁহার কারণে কেন হাতে বান্ধ সুতা॥

মায়ের আনিতে দাসী বলিয়া গমন।
যানে যান আঁতিঅস্ত্র কোমরে বন্ধন॥
সবে বলে বিভা নিশি বাদসাহ বর।
সেনারূপে বরযাত্র চলে যত নর॥
সভায় যাইয়া শোভা যেন প্রভাকর।
মনে মনে কতক্ষণে ধরি প্রিয়া কর॥
এমন রমণী ধনে না পারি চিনিতে।
করুক বনেতে বাস যে নিন্দে বনিতে॥
অবনীতে স্ববনিতে যবনেতে শোভা।
দারা হারা বিপ্রসুত গঙ্গারাম ভোবা॥
মানব দানব যোগ্য নয় কিবা কব।
সতী শোকে ধ্যান পর জ্ঞান পরভব॥
ধ্যান ভঙ্গ নারী লোভে পুনঃ টলে মতি।
গিরিবর বাসে বরবেশে বৃষে গতি॥
নারী বিনা সুর নরে নাহি লক্ষ্মীলাভ।
করেন মন্থিয়া সিন্ধু বিষ্ণু লক্ষ্মী লাভ॥
হর উরুপরে গৌরী শোভে কি সুন্দর।
গঙ্গারে ধরিয়া শিরে নাম গঙ্গাধর॥
নারায়ণ মস্তকে তুলসী ভাবে বন্দে।
কে হেন পাতকী আছে করে নারী নিন্দে॥
শিব সহ অন্নপূর্ণা মহাতীর্থ কাশী।
জান কি জানকী সহ রাম বনবাসী॥
হর কোপানলে কাম ভস্ম হয়ে যায়।
রমণী রূপিণী রতি বাঁচাইল তায়॥

হলাহল পানে হরে রক্ষা করে সতী।
দাক্ষায়ণী ভাবে দক্ষে রক্ষিল প্রসূতী ॥
নারী মন্দ নারী মন্দ কি কর বাছনি।
মরা পতি বাঁচাইল বেহুলা নাচনী ॥
নর শিব নারী শক্তি ব্যক্ত তন্ত্র মূলে।
আ-মর পামর নর ভ্রমে যাও ভুলে ॥
স্বজাতীয় বিজাতীয় আদি যত ভাষা।
স্বর হল দুই শ্রেণী পণ্ডিতের ভাষা ॥
স্বর বিনা ব্যঞ্জনের উচ্চারণ নাই।
সেই রূপ নারী হীনে নর শোভে ভাই ॥
স্বর শক্তি রূপা রামা মানবী মহিতে।
ভ্রম হরা ভ্রমে তারা মানবে মোহিতে ॥
এক মুখে নারী গুণ না পারি কহিতে।
নারী নিন্দা বজ্রাঘাৎ নারি রে সহিতে ॥
নারী লয়ে নর কিম্বা নর লয়ে নারী।
মদনোৎসবে যদি না হৈত বিহারি ॥
জন শূন্য মহারণ্য হৈত এই বিশ্ব।
বিভু জ্ঞান গর্ব্ভ বেদ কে করিত দৃশ্য ॥
কে পঠিত শ্রুতি স্মৃতি কেবা লয় বিধি।
কে হইত ন্যায়রত্ন কেবা বিদ্যানিধি ॥
কেবা তর্কচূড়ামণি কে খুলিত টোল।
ঘড়া গাড়ু থালা লয়ে কে করিত গোল ॥
কে করিত ক্রিয়াকাণ্ড কে করাত তাই
কে ডাকিত ভট্টনিধি কে বলিত থাই ॥

কে বলিত ও পাড়াতে হয়েছে গাতোলা ।
কে হরিত হুমদুত কে ঝাড়িত খোলা ॥
কে হইত অগ্রদানি কেবা পশ্চাদ্দানি ।
কে করিত শ্মশানেতে মড়া টানাটানি ॥
কে হইত পুরোহিত কেবা যজমান ।
কেবা দিত কানে মন্ত্র কেবা দিত কান ॥
কে করিত বিত্তিচ্ছেদ কে করিত ডম্ব ।
কে ছাড়িত ব্রহ্মশাপ কে হইত ভস্ম ॥
কে জপে গায়ত্রী কেবা নমঃ নমঃ কয় ।
কে করিত প্রণিপাত কে বলিত জয় ॥
কে বলিত শিব শিব কেবা বলে কালী ।
কে বল ধরিত কণ্ঠে পৈতা ছড়াজালি ॥
বাড়ী ঘুড়ি ঘড়ি ছড়ি কে করিত ভোগ ।
কে ভাঙ্গে নারীর মান কে সাধিত যোগ ॥
কে বলিত চুপ কর কে করিত গোল ।
কে করিত গঙ্গা যাত্রা কে বাজাত খোল ॥
কে হইত মহাপাপী কে করিত গতি ।
জগতে যদি না হইত নারীর বসতি ॥
বেদ বিধি পুরাণাদি যত তন্ত্র মন্ত্র ।
রমণী ইহার মূল সকলের যন্ত্র ॥
অধিক বলিব কিবা ভাবনা কি জীব ।
শক্তি গর্ভে ছিল তিন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ॥
সৃজন পালন লয় হেতু মহামায়া ।
[illegible] ছিল কায়া ॥

চ

সাত্বিকী রাজসিকী ও তামসিকী রূপে।
তিনে লয় তিন শক্তি মহামায়া কূপে॥
এরূপে পুরুষ আর প্রকৃতি উভয়।
অদ্যাপি সৃজিছে জীবে নাহিক সংশয়॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম চতুর্ব্বর্গ হেতু।
শক্তি রূপা শোভে নারী ভববারি সেতু॥
আর নিন্দে বলিওনা কামিনী কামিনী।
কামিনী কামিনী নয় কামাদি গামিনী॥
নারী নারী কর মিছে মারী মারী নয়।
নায়ক নায়িকা রূপে নর নারী ময়॥
রজনা সজনা হলে সদা কান্নাহাটি।
অঙ্গনা অজনা হৈলে অঙ্গ হৈত মাটি॥
কুরঙ্গ লোচনা নয় কুরঙ্গ লোচনা।
কুরঙ্গেতে কোপ দৃষ্টি মহাঘ মোচনা॥
মরাল গামিনী নহে মরাল গামিনী।
নাসা রন্ধ্রে করে বাস হংসের হংসিনী॥
রমণী অমনী নয় রমন ব্যাপার।
জরায়ু জাতের যার মানব আধার॥
প্রকৃতি প্রকৃতি নয় মোহের কাণ্ডার।
আকৃতি প্রকৃতি রূপে পুরুষ তাণ্ডার॥
কে করে কদলী তরু উরুর বর্ণন।
না জানে গর্ভস্থ জীবে সুদৃঢ় বন্ধন॥
পতন উদ্যত গর্ভ তার পুষ্টি যত।
যার অবরোধে উরু বিধি গড়ে তত॥

রমণার পয়োধরে কেনা হয় দুগ্ধ।
পশুদের স্পর্শ সুখ শিশুদের দুগ্ধ॥
নাগরীর ক্ষীণ মাজা বসনেতে মোড়া।
যুবকের যম সম বালকের ঘোড়া॥
কে বলে কাদম্বিনী কর করী কর শোভা।
সন্তানে রক্ষিতে দেহ লজ্জা মনঃলোভা॥
না দেখি না দেখে মুখ যে নিন্দে মোহিনী।
মোহিনী মোহিনী নয় মোহন মোহিনী॥
নর নারী ভিন্ন নহে বলি তার সূত্র।
শিব শক্তি সংজ্ঞা ভিন্ন কায়া ভিন্ন কুত্র॥
যিনি হর তিনি গৌরী তিনি শিব রাম।
রাম সীতা রাধা কালী ভিন্ন ভিন্ন নাম॥
নহে ভিন্ন শ্যাম শ্যামা জননী জনক।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ শোভে যেন তাড়িতে চমক॥

গদ্য। হে জীবগণ! যিনি পরমপিতা পরমেশ্বর তিনি সকলের হৃদয় ভাণ্ডারের নিধি, যে ব্যক্তি যে ভাবে তাঁহাকে অর্চ্চনা করে তিনি সে ব্যক্তিকে সেই ভাবেই কৃতকৃতার্থ করেন কিন্তু জ্ঞানের তারতম্য জন্য তাহার জ্যোতির কিছু তারতম্য হয়। যদ্রূপ পাত্র বিশেষে, জলের রূপ রূপান্তর ও সূর্য্যের ভাবান্তর সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে জানিহ।

পয়ার।

কেহ বলে পদতলে পড়িয়া কে, শব।
কেহ বলে তরুতলে দাঁড়ায়ে কেশব॥
কেহ বলে গলে দোলে নরশির হার।
কেহ বলে বনফুলে তাহা কি বাহার॥
কেহ বলে জবা শোভা ও পায় কি পায়।
কেহ কহে কৃষ্ণকোলি কে সঁপিল পায়॥
কেহ বলে কর শ্রেণী বেষ্টিতা কঙ্কালী।
কেহ কহে রাই ধরে শ্যামের কঙ্কালি॥
কেহ বলে রুধির শোভিছে নীলকায়।
কেহ বলে আহীরী আবির দিল কায়॥
কেহ বলে করে বামা দৈত্যবংশ খণ্ড।
কেহ বলে করে বামা দত্ত বংশ খণ্ড॥
কেহ বলে ওই সঙ্গে শিবের ভৈরব।
কেহ বলে শুনি মাত্র রাখাল রৈরব॥
কেহ বলে তা কইরে মা-ভই মা-ভই।
কেহ কহে গোঠে ওই হই হই হই॥
কেহ কহে রণক্ষেত্রে নাচিছে যোগিনী।
কেহ কহে বনমাঝে বিরাজে গোপিনী॥
কেহ বলে দিগাম্বরী সঙ্গে দিগাম্বর।
কেহ বলে পিতাম্বরী সহ পীতাম্বর॥
কেহ কহে ক্ষীণমাঝা জিনিয়া কেশরী।
কেহ বলে ওই বামে শোভিছে কিশোরী॥

কেহ কহে কেশরীর পৃষ্ঠে কি শরীর।
কেহ কহে এ শরীর সখা কিশোরীর॥
কেহ কহে ওই দুর্গা দুর্গাসুরে নাশে।
কেহ বলে পুতনা গেলেন যম পাশে॥
কেহ কহে জগদম্বা জম্ভাসুরে দলে।
মেষে বধ করি হরি দোষে কেহ বলে॥
কেহ বলে-ওই বামা মহীষমর্দ্দিনী।
কেহ বলে শঙ্খাসুরে পাড়িল মেদিনী॥
কেহ কহে ধূম্রনেত্রে বধে ধূমাবতী।
কেহ বলে অঘাসুরে আঘাতে শ্রীপতি॥
কেহ কহে চণ্ডমুণ্ডে দণ্ডে দাক্ষায়ণী।
কেহ কহে বকাসুরে বধে নীলমণি॥
কেহ বলে রক্তবীজ পারে কি বামারে।
কেহ বলে হরি বৎসাসুরেরে বা মারে॥
কেহ বলে শুম্ভ বধ করে শম্ভুদারা।
কেহ বলে কৃষ্ণ করে কংস গেল মারা॥
কেহ বলে রাম রূপে বধিছে রাবণ।
কেহ বলে অসিতা নাশিছে শতানন॥
এই রূপ রূপ সব দেখে বার বার।
কিন্তু ইহা নাহি জানে এক মাত্র সার॥
বুঝ এই জগতের যতেক ব্যাপার।
শক্তির শক্তিতে সব হয় অনিবার॥
অহে সাধু হও সাধু কোলে লও বধূ।
পান কর অতি স্বাদু প্রিয়া-মুখ-মধু।

আত্মতত্ত্ব শিখিতে যে আত্ম ভ্রান্তি হও।
আত্ম অহঙ্কারে বল কারে পর কও॥
আত্মতত্ত্বে আত্মবত মন্যন্তে জগত।
ভেদ জ্ঞান নাহি তাতে সর্ব্ব আত্মবৎ॥
প্রাণের প্রমদা ত্যাগে পড়িবে প্রমাদে।
করে ধরি বল ওলো প্রমদে প্রমদে॥
এ রূপ আকাশ-বাণী শুনিয়া দম্পতী।
অবিলম্বে নেত্রপাত করে ব্যোম প্রতি॥
জ্যোতির্ম্ময় দেহ এক দেখিবারে পায়।
উভয়ে সভয়ে নম করে তাঁর পায়॥
দেখিতে দেখিতে স্বীয় বদন প্রকাশে।
শশী নিশি তারা আদি অনায়াসে গ্রাসে॥
অবশেষে আপনার নাশের কারণ।
ভানুতে মিশায়ে তনু ছায়া সংজ্ঞা হন॥
দেখিয়া আলেখ্য প্রায় রহে দুই জন।
এই সূত্রে হয়ে গেল প্রভাত বর্ণন॥

প্রভাত বর্ণন।

উঠিল গৃহস্থ সব ছুটিল তস্কর।
ফুটিল পদ্মিনী প্রেম লুটিল ভাস্কর॥
কুমুদ আমোদ শূন্য মান রূপে ভাসে।
চক্র করে চক্রবাকী চক্রবাকে ভাষে॥
নট নটী বিরহিণী বিরহী প্রহরী।
নিদ্রিত নিদ্রিতা হেরি বিগত শর্ব্বরী॥

তরুবরে দ্বিজবর বলে সুরধুনী।
সরোবরে দ্বিজবর বলে সুধরনী॥
পুষ্পতরু শোভা শূন্য মুগ্ধ অলিকুল।
খঞ্জ বিপ্র দেখে হাসে চম্পক পারুল॥
ভাগীরথী-তীরে শব্দ হর হর হর।
শুনিয়া কম্পিত ভয়ে বিল্বতরুবর॥
বৃন্দাবনে জন বৃন্দ স্মরে হরি হরি।
শ্রবণে স্ববনে মূর্চ্ছা তুলসী মুঞ্জরী॥
জবা আদি তরুণতা সহ তরুলতা।
তন্ত্র মন্ত্রে যন্ত্র পুষ্প ত্যজে তরুলতা॥
শ্যামলী ধবলী আদি যতেক গোপাল।
গোপাল সহিত গোষ্ঠে চলিল গোপাল॥
পথিমধ্যে যশোমতী আসিয়া তখনি।
ধড়ার অঞ্চলে বান্ধে ক্ষীর সর ননী॥
ছুটিল মাঠেতে স্বীয় বৎস সহ ধেনু।
ফিরাইছে কানু সবে বাজাইয়া বেণু॥
এ রূপে বিপিনে কৃষ্ণ বাজান বাঁশরি।
মধ্যে মধ্যে আছে তার এসো লো কিশোরী॥
বাঁশিতে কিশোরী রব শুনিয়া কেশরী।
ছুটিছে কৈলাসে বলে ডাকিছে শঙ্করী॥
দ্রুতগামী সিংহ হেরি ছোটে মৃগ করী।
সবে বলে আলো আলো আলো রে কেশরী॥
প্রভাতে প্রভাতে রবি আসিয়া আকাশে।
সিংহ জয়ী জটাজাল কিরণে প্রকাশে॥

তাত্র কি সুবর্ণ বর্ণ শোভে দাহানল।
বোধ হয় পূর্ব্বদিগ দহে দাবানল॥
পূর্ব্ব দিগে পর্ব্বতাদি পাদপের পুঞ্জ।
পশু পক্ষ কীট মক্ষি লতা পত্র কুঞ্জ॥
প্রাতঃস্নান করি সবে রক্তবস্ত্র পরি।
কাঞ্চন লাঞ্ছন আভা আহা মরি মরি॥
জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির্চ্চয় জগতে বিতরে।
জল স্থল শৈল শূন্য কিবা নীভা ধরে॥
রর্জ্জু ভাবে জলাশয়ে শোভে যে কিরণ।
যেন বারি তোলে স্বর্গে বিদ্যাধরীগণ॥
রবি ছবি জল মধ্যে শোভা করে তট।
বোধ হয় তাঁহাদের স্বর্ণময় ঘট॥
কেহ বলে প্রভা প্রভা তা নয় তা নয়।
প্রাতঃস্নান করিছেন সূর্য্য মহাশয়॥
কেহ বলে পদ্মিনীর প্রণাশিতে মান।
বিম্বু ছলে অম্বুতলে হন অধিষ্ঠান॥
কেহ বলে বিভাবরী সহ দিবাকর।
গোপনে ভুঞ্জিয়া রতি তৃষায় কাতর॥
প্রাতঃকালে পিপাসায় ক্লেশ কলেবরে।
মৃণাল অন্যাযে সূর্য্য প্রতি সরোবরে॥
এ রূপেতে পরস্পরে কহিতেছে অর্কে।
দম্পতী নাটক ছলে প্রবেশিল তর্কে॥

নাটক।

সতী ও সাধু এবং দাসীর কথোপকথন।

স অর্থ সতী, সা অর্থ সাধু, দা অর্থ দাসী।

স। ভর্ত্তে শ্রবণ করিলেন আহা! আকাশবাণী যেন বিকাস বাণীর ন্যায় বোধ হইতেছে। গুপ্তী-দেবী গুপ্তভাবে তোমার লিপ্তভাব লুপ্ত বাসনায় পৃষ্ঠভাগে সমালীন হইয়া অবলার অভুত পূর্ব্ব অস্ত্র যোগে মিত্রযোগের সূত্রপাত করিলেন। হে প্রভো! আপনি জ্ঞানদাতা হইয়া চিরাশ্রিতা শুশ্রূ-ষরতা রমণীকে নিরাশ্রয়া করিয়া কি ফল পরিগ্রহ করিবেন, তাহা স্ত্রীজাতির মলিনা বুদ্ধি জন্য হৃদয়-ঙ্গম করিতে অক্ষম।

সা। প্রিয়ে! আকাশবাণী শুনিলাম তোমারি জয় জয়কার। তোমার প্রতি ভূতনাথ ভগবানই কৃপাবান হইয়াছেন, ত্যাগ করা ঘটিতেছে না।

দাসীর প্রবেশ।

স্বাগত। আ? কি পাপ রাম রাম রাম, ভাল জালারে বাবু, কাল দিন হতে বকতে সুরু করেছে

রাত পুইয়ে গেল তবু ছাড়ান নাই। গলাঞ্চলে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিকটাবর্ত্তী হইয়া উভয়কে প্রণতি পুরঃসর প্রকাশে, বলি আপনাদিগের কি কথা কাটাকাটী ফুরাবে না, নিশি শেষ হলো তবু যে কথার শেষ হয় না। বাপরে একি আরতো লোকেরা স্ত্রী পুরুষে একত্র হয়, তারা কি এমনি করেই রাত্তির জাগিয়া থাকে, না আহার না নিদ্রা না কিছু, মিছে মিছি পরমেশ্বর ও কালী ও দুর্গা ও হেকো ঢেকো নানান কথায় ফলোদয় কি। কোথা সুখে খাবে দেবে, নেবে থোবে, হাসবে খেলবে, দেখবে শুনবে, শোবে বসবে, এইত জানি, মাগো সারা রাতটে গেলো এটটু ঘুমতেও কি ইচ্ছা হয় না।

সা। (স্বাগত) এমত সময়ে এ মহাপাপ কোথা হইতে উপস্থিত হইল। প্রকাশ্যে, ও দাসী কি বলিতেছ।

দা। বলিতেছি মাথা আর মুণ্ড।

সা। মাথা মুণ্ড কি ভিন্ন ভিন্ন।

দা। হাঁ, ভিন্ন ভিন্ন বই কি?

সা। সে কি প্রকার।

দা। তবে শুন। মাথায় ভার সয়, মুণ্ড ভার র, মাথা সকলকে বহে,মুণ্ডকে বহিতে হয়,জীবিত অবস্থায় মাথা কাটাগেলেই মুণ্ড, এ জ্ঞানটাও যদি নাই, তবে কেন মিছে সারা রজনী বকাবকির ন্যায় বকাবকি করিতেছ এবং অবলা কুলবালা ঠাকুরাণীকে অকারণ নিশি জাগাইছ।

সা। অকারণে কি কেহ জেগে থাকে।

দা। কারণত আর কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল আপনার জাগাই জাগাইবার কারণ, আপনি ঘুমান দেখি, এক্ষনি কর্ত্তৃ মাতাও নিদ্রিতা হইবেন, আপনি খাবেন না খেতে দেবেন না, দেখুন স্নানের বেলা প্রায় অবসান হইতেছে, আর কি বিলম্ব উচিত।

সা। দাসী আমার স্নান হইয়াছে।

দা। হাঁ কল্য হয়ে থাকিবে বটে।

সা। না দাসী অদ্যই স্নান হইয়াছে।

দা। হাঁ বটে বটে ঠাকুরাণীর পর্য্যন্ত আর্দ্র বস্ত্র এবং কৌটারও ছড়াছড়ি দেখিতেছি।

সা। দাসী রহস্য করিতেছ।

দা। প্রভো! আপনি স্বয়ংই রহস্য আপনাকে আবার অপরের কি সাধ্য যে রহস্য করে।

সা। দাসী তোমার বাক্য কৌশলে আমি অতি সন্তোষ লাভ করিলাম। (হাস্যবদনে) তুমি ধন্যা তুমি ধন্যা।

দা। আর অত বাহাল্যে আবশ্যক নাই, অনুমতি করুন্ অঙ্গে তৈলমর্দ্দন দ্বারা হস্তের সফলতা সম্পাদন করি।

সা। সেবিকে বাস্তবিক আমার স্নান সমাধা হইয়াছে।

দা। ত্যাগ করিলেই সমাধা।

সা। সে সমাধা নহে আমি তোমায় সত্য কহিতেছি আমি স্নান করিয়াছি।

দা। কোথায় গো।

সা। জগদীশ্বরের করুণাবারিতে অবগাহন করিয়াছি।

স। ভর্ত্তে আমাকে যাহা প্রতারণা করিতেছ তাহা আমোদ জনক বটে, কিন্তু সেবিকাকে বাক্‌জালে জড়িত করা কোন ক্রমেই উচিত হইতে পারে না।

সা। প্রিয়ে! সে কি আমি কি প্রতারণা করিলমা

স। এমনইত বোধ হইতেছে।

সা। কিসে বোধ হইল।

স। আপনি কি রূপে জগদীশ্বরের করুণা বারিতে অবগাহন করিলেন।

সা। আমি তদ্গত চিত্তে, সেই চিত্ত বিকার বর্জ্জিত জ্ঞানার্জ্জিত ধনে, একতান মনে চিন্তনেই তাঁহার করুণা বারিতে অবগাহন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

স। সখে! সে মন হইলে আর কি, স্ত্রী বা পুরুষ ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান থাকে? কে ত্যজ্য, কে পূজ্য, কে ন্যহ্য কে বাহ্য, এজ্ঞান থাকিতে সেই করুণাময়ের করুণা বারিতে অভিষিক্ত হইতে যুক্তি যুক্ত নহে। দেখ যে জলে ভ্রম রূপ কুম্ভির গম্ভীর ভাবে, ভেদজ্ঞান তরঙ্গ রূপে, চঞ্চলতা ঝটিকা ছলে এবং সনাতন ধর্ম্ম পরিপুরিত জ্ঞান পোতের মনঃ লোঙ্গর ছেদি, দুঃরাসা হাঙ্গর ভয়াবহ বেশে বিরাজমান রহিয়াছে, সে জলে অবগাহন করা কি সাধারণ জনগণের সাধ্য।

সা। প্রিয়ে বাস্তবিক যাহা কহিলে সত্যবটে।

দা। আ! তবু যে তোমাদিগের ঠেশাঠেশি

রেশা রেশির কথা ফুরায় না গা। ম্লান হয়ে থাকে ভালই এক্ষণে যাহা হউক কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া উভয়ে নিদ্রা যাও।

সা। দাসী আমি আহার করিয়াছি।

দা। মহাশয় আহারত ঐ ম্লানের মত করিয়াছেন।

সা। দাসী হাঁ।

দা। ভোজন হয়েছে বটে, তাহাতেই পেটটি, উঁচু উঁচু দেখিতেছি এবং জৃম্ভা ছলে উদ্গারও উঠিতেছে।

স। সেবিকে তুমিও প্রভুর নিকট কিয়ৎক্ষণ তিষ্ঠিলে নিম্ন পেট অবধি উচ্চ হইয়া উঠিবে।

দা। ঠাকুরাণী সে ভার আপনার উপর সমর্পিত আছে, পদ্মকানন ব্যতিত দিবাকর কর সুশোভিত হয় না, মন্দির অন্তর্গত আকাশে স্বর্ণ শলাকা ব্যতিত সূত্র কুত্র সম্ভবে ? দেখ প্রায় ভোজন কাল অতি বাহিত হইল, অনশন সত্ত্বেও বিনিদ্রা বিষয়ে আপনাদিগের বিধুবদন বিরস ও শরীর অলসাশ্রিত হইয়াছে, এক্ষণে ভোজন শয়ন ভিন্ন আরকোন কার্য্যই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত নহে। অনুমতি

হইলে অনুষ্ঠানে অনুযোগিনী হই। ওই দেখ দুই প্রহর সময় জগত কি রূপ শোভা ধরিয়াছে।

দুই প্রহর বর্ণনা।

ত্রিপদী।

ক্রমেতে প্রকাশে বীর্য্য, হইয়ে অতি গাম্ভীর্য্য,
মহাবীর্য্য সূর্য্য মহাশয়।
নহে সহ্য কি অধৈর্য্য, কি রূপে হইবে স্থৈর্য্য,
আকাশে বিকাশে অগ্নিময়॥
রৌদ্র নহে যেন রুদ্র, ঘর্ম্মে আর্দ্র ভদ্র ক্ষুদ্র,
তপনের তাপেতে তাপিত।
জুড়াইতে জলে যায়, জল উষ্ণ জল প্রায়,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দণ্ডে ভীত॥
পুড়ে যায় পদপাতা, ভার ভূমে পদপাত,
বৃক্ষ পাতা পাতালাভি মুখি।
পক্ষিগণে স্থির পক্ষ, শাখী শাখা করে লক্ষ,
অন্তরে হইয়া অতি দুঃখি॥
জীব জন্তু যথা যত, পিপাশায় জ্ঞান হত,
ছায়া লয় কায়া রক্ষা হেতু।
ক্ষুধানলে জলে তনু, গেলে ভানু মনু মনু,
কোথা হনু কোথা রাহু কেতু॥
দ্বিপ্রহর এই বেলা, প্রাণ বাঁচা এই বেলা,
জঠরানলের জ্বালা জন্য।

শাক শুক্ত অন্ন জল, তৃণ রেণু ফুল ফল,
জগতে কি আছে এ অজন্য ॥
কেহ বলে একি দুঃখ, কপালে না হলে সুখ,
কপাল পাত্রের পূর্ণ নাই।
না পারি ভ্রমিতে মরি, হরি হরি হরি হরি,
জয় জয় হরি খেতে পাই ॥
কেহ স্বর্ণাশনোপরে, স্বর্ণ পাত্র থরে থরে,
ভোজ্য দ্রব্য ভোজে সুখে ভাসে।
কেহ অন্ন শূন্য কায়ে, ক্ষুণ্ণ মনে শূন্য চায়ে,
বিধাতায় কত ভাষ ভাবে ॥
কেহ আচমন করে, কাঞ্চন ভৃঙ্গার করে,
কেহ করে তাম্বুল চর্ব্বন।
কার অঙ্গে নাহি দশি, প্রতি দিন একাদশী,
হায়রে বিধির বিড়ম্বন ॥
কেহ স্বীয় শয্যোপরে, ধূম্র পান যত্ন করে,
কেহ ধূম্র দেখে দশদিগ।
কারু শয্যা অনুপম, সজ্জা ফুলশয্যা সম,
কারু শয্যা পর কেণাবিক্ ॥
কারু শয্যা ধরাশন, খেদে বলে ধরাশোন,
সহে কি এখন অনশন।
কেহ তৃণ লয়ে করে, দশন মধ্যেতে ধরে,
কারু মাত্র দশনে দশন ॥
কেহ বলে কাষ্ঠ নাই, কেহ বলে কাঁচা খাই,
কেহ বলে কই হে লবণ।

স। দাসী এনি এখনও আহারের প্রণালিটি উত্তম রূপে অবগত আছেন; বিন্দু বিসর্গও ভোলেন নাই।

দা। ঈশ্বরী! যদি প্রভুর আহারাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট কিছু থাকে আপনি গ্রহণ করুণ, পরে আমিও প্রসাদ পাইয়া পৃথিবীকে নিরহঙ্কার নিষ্পাপ ও নিরাশা ভাবে স্থিতি করি।

স। দাসী ভাল পরামর্শ করিয়াছ উত্তম বটে কিন্তু এরূপ হইলে অন্য অন্য সাধুগণের উপায় কি হইবে। যদি সমস্ত পাপ ও অহঙ্কারাদি আমরা পান ভোজন করি, তবে অবশ্যই অপরাপর সাধুগণের অনাহারে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা।

সা। সাগত হে পরমেশ্বর ইহারা অবোধ অবলা জাতি কিছুই বুঝে না। প্রকাশে তোমাদিগের এ ভ্রম উপস্থিত হইল কেন?। অহঙ্কারাদি কোথাও কি রাশি করা আছে তা সেই রাশিটি খাইলেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল। স্ব স্ব কায় মনেই পাপাদি বিরাজিত। সাধু মাত্রেই স্বীয় স্বীয় পাপাদি আহার করিয়া থাকে।

ক্ষুধায় জ্বলিছে কায়, নাহি ভাল লাগে কায়,
জল দেলো পুরিয়া করঙ্গ ॥
কেহ বলে ওলো হাবি, এই দণ্ডে দণ্ড পাবি,
হবি শূন্য অন্ন খেতে দোষ।
কেহ বলে মজা বড়, ঝোলা গুড় কড় কড়,
পর্য্যুষিতে কেহ পরিতোষ ॥
কেহ কহে মুগের দালি, বেনাফুলি রানশালি,
নাথনে তপস্যা মাচ ভাজা।
কেহ বলে সোভাঞ্জন, আমার মন রঞ্জন,
মুসরি যাহার প্রিয় প্রজা ॥

দাসীর উক্তি।

প্রভো। মধ্যাহ্ন কালিন ব্যাপারে মনঃযোগী হউন।

সা। সেবিকে মধ্যাহ্ন ব্যাপার আমার সমাধান হইয়াছে।

দা। কি রূপে।

সা। আমি জগদীশ্বরের করুণা বারিতে অবগাহন পূর্ব্বক ধর্ম্ম বস্ত্রাবৃত দেহে অহঙ্কার রূপ অন্ন, ইন্দ্রিয় রূপ ব্যঞ্জন, সহ আহার করিয়া বিষয় বাসনা রূপ জল, পানান্তর স্বচ্ছন্দোদকে আচমন পুরঃসর পাপাদি তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছি।

কেহ বলে গাছে বোলে, মজে কি ও নিমঝোলে,
পল্‌তার ডালার কাছে কাঁদে ॥
কেহ চাহে মাংস মৎস্য, কেহ আনে মুক্তি কৎসা,
কেহ সম্বুকাদি মনোরথ।
কেহ বলে মুলা ভাজা, খেয়ে হাড় ভাজা ভাজা,
কি মাজা না পুরে মনোরথ ॥
কেহ বলে কাঁচা কলা, কাঁচা নয় পাকা কলা,
হবিষ্য মধ্যেতে যাঁর স্থান।
তাহারে করেছ ভাজি, তোমার মতন পাজি,
কেবা আছে বল ওরে প্রাণ ॥
কেহ কহে থাক থাক, যে রূপ হয়েছে পাক,
পাক লাড়া নিয়া লব প্রাণ।
পাকাইতে দাল রুটি, খিচুড়ি পাকালি কুটী,
লুটি চড়ে পারি পরিত্রাণ ॥
কেহ বলে তুমি ধন্যা, পায়সান্ন পাক ধন্যা,
অন্নপূর্ণা কোথায় না লাগে।
তোরে পেলে বিশ্বনাথ, সোণার বাড়ায়ে হাত,
পাচিকা করিবে আগে ভাগে ॥
কোন ধনী জ্বালাতন, হয়ে বলে প্রাণ ধন,
এ সময় লাগেনা হে ভাল।
আর না সহিতে পারি, আমিও পাচিকা নারী,
তুমি যাঁরে প্রাণে বাস ভাল ॥
কেহ বলে ভাত বাড়, প্রাণ করে ছাড় ছাড়,
ছাড় ছাড় এবে রঙ্গ ভঙ্গ।

কেহ বলে অন্নবন, ভাল বাসে মম মন,
কেহ বলে কর সম্বরণ ॥
কেহ বলে নাহি ঝাল, কেহ বলে দেহ জ্বাল,
কেহ বলে অতৈল না খাই ।
কেহ বলে ছি ছি ভাই, ওকথা কহিতে নাই,
তৈল গুলা পেটের বালাই ॥
কেহ আসি তাড়াতাড়ি, বলে ছুঁড়ি নারা হাড়ি
কেনে ভাতে খেতে ভাল বাসি ।
কি কাজ ব্যঞ্জন পাক, ক্ষুধা দেয় নাড়ি পাক,
বারি কর যদি থাকে বাসি ॥
কেহ কহে ওহে ভর্ত্তা, তোমার কারণ ভর্ত্তা,
করিয়াছি আলু আর উচ্ছা ।
কেহ কহে চড় চড়ি, কেন রান্ধ পোড় বড়ি,
বার্ত্তাকু দগ্ধনে মম ইচ্ছা ॥
কেহ কহে আদা নাই, কেহ কহে সুধু খাই,
কেহ বলে মাখ ধানি লঙ্কা ।
কেহ বলে তোরে বলি, ভাজলো পিঁয়াজ কলি,
কেহ বলে ওলৌঁদড় শঙ্কা ॥
কেহ বলে ওল ফোল, গোটা লাল গণ্ডগোল
দণ্ডবত কচু ঘেচু মান ।
বিষভোজী কন্যা যিনি, ইহাতে সন্তোষ তিনি,
বাগা তেঁতুলেতে পরিত্রাণ ॥
কেহ বলে স্থূলে ভুল, অধম তারে তেঁতুল,
শেষ রক্ষা যাঁহার প্রসাদে ।

দা। প্রভো অহঙ্কারাদি দেহেতে না থাকিলে বুঝি সাধু হইতে পারে না।

স। তানা হলে খাবে কিলো, অমন সুস্বাদু দ্রব্য কি কোথাও মিলে, যদি কোন সাধুর পাপাদি না থাকে সুতরাং পেটের জ্বালায় পাপ করে ফেলে, দাসী পাপ বড় মিষ্টি।

দা। ঈশ্বরী দেখ যেন সর্ব্বগ্রাসী হইও না, কিঞ্চিৎ প্রসাদ যেন পাই। আমি পোড়া পাপ মুখে পাপ কখন খাই নাই। সাগত আমি ইহাদিগকে স্নান আহার করাইতে আসিয়া আমার অবধি স্নান আহার গেল যে, উদ্ধে নেত্রপাত করিয়া দেখিতেছে।

স। দাসী বৎস হারা গাভীর ন্যায় কি লক্ষ করিতেছ।

দা। দেবি স্বর্য্যদেব পলায়ন করিতেছেন তাই দেখিতেছি।

সা। ও দাসী ধরে ফেলনা।

স। মহাশয় মনোযোগ করিলে অবশ্যই ধরা পড়ে, ও কার্য্য স্ত্রী জাতির নহে।

সা। ভুগপদ্ম দেখিলে কি আর পলাতে পারে।

দা। পদ্মিনীর প্রেমের দায়েই পলায়ন করি-তেছে।

তা। আবার পদ্মিনীকে দেখিবে কি কত লোক প্রেমদা পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে উদ্যত হইতেছে অধিক বলা বাহুল্য।

স। দাসী বেশ বলেছ বেশ বলেছ তোমার বাক চাতুরিতে চরিতার্থ হইয়া তোমাকে কণ্ঠ বি-মুক্ত মুক্তাহার পুরস্কার করিলাম গ্রহণ কর।

বৈকাল বর্ণনা।

ত্রিপদী।

এরূপ নাটক ছলে, রহেন বাক্য কৌশলে,
ক্রমে দিবা প্রায় অবসন্না।
জগতের নর নারী, গৃহের ব্যাপার সারি,
দেহ কর্ম্মে প্রসন্ন প্রসন্না॥
কেহ মাঠে মাজে গাড়ু, কেহ ঘাটে ঘষে ,খাড়ু,
কেহ দন্তে মঞ্জন মাজিছে।
কেহ কেহ সরোবরে, সুখে সন্তরণ করে,
শরশরে কেহ বা মজিছে॥
কেহ কেহ নিরাম্বরী, শোভিতেছে নিরাম্বরী,
অম্বর সম্বরি নিরশনে।
মৃণাল নিন্দিত করে, বসন ঘর্ষণ করে,
নির্ম্মল করিতে স্ববসনে॥

বন মধ্যে পদ্ম কর, মৃণাল সহ সুন্দর,
বসন করিছে আকর্ষণ।
করি যেন বন মাঝে, করি শিশু রণ সাজে,
শুণ্ডে শুণ্ডে করিছে ঘর্ষণ॥
পয়বতী সরোবর, তার পয়ে পয়োধর,
হয়ে ভাসে পয়ে পয়োধর।
যে হেরে সে পয়োধর, সেই নর পয়োধর,
দ্রবময়ী নীরে যেন হর॥
নহে নিশি পয়োধর, গগণের পয়োধর,
আশ্চর্য্য অধর ওষ্ঠ দেখে।
বলে কিরে ওষ্ঠাগত, হইল প্রাণ ওষ্ঠাগত,
নারী হব এবে কায়া রেখে॥
রূপনীরে নারী জাল, নরে ঘটাতে জঞ্জাল,
স্তন তুমি ফল আছে ভাসি।
রতি ডোর করি ভর, মদন তাহে ধীবর,
নায়ক মীনের অভিলাষি॥
রমণী তোমায় ধন্য, জলাশয় ধন্য ধন্য,
শোভে কত শত শত সতী।
সজ্জিত করিয়া কায়, সজ্জিত কে করে কায়,
লজ্জিত হতেছে রত রতী॥
বর্জ্জিত হতেছে স্নেহ, গর্জ্জিত কাহার দেহ,
গর্জ্জিত হতেছে কেহ ক্রোধে।
তর্জ্জিত কাহার অঙ্গ, অর্জ্জিত কাহার সঙ্গ,
হারজিত্ হতেছে স্বীয়বোধে॥

সন্ধ্যা বর্ণনা।

গদ্য।

এই রূপে নর নারী স্ব স্ব বাসে বাসিন বাসিনী হওয়ায় দিবাকর কর নিকর পরিহার পুরঃসর প-শ্চিমদিগ আলক্তযুক্ত করত অস্তাচলালয়ে যামিনী কামিনী সহ কাল যাপনে অভিলাস করিয়া ক্রমেই অদর্শন হইলেন। এমত সময়ে সন্ধ্যা মাতা পৃথি-বীতে পদার্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ বর্ণ হার দ্বারা তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন পশ্বাদিবর্গে স্ব স্ব বর্গে বর্গিয় হইয়া স্বর্গ সুখে সুখাসিন হইল। দ্বিজগণে নিজ নিজ উদ্ভিজ্জা-রোহণে গগণে পক্ষ বিস্তার করিয়া উড্ডীয়মান হইল। পাদপ পুঞ্জে কীট পতঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া বিশিষ্ট শোভা ধারণ করিতে লাগিল। সঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ করতাল রবে ধরাতল কোলাহল রূপিণী হইয়া উঠিল। নিশানাথ কামিনী ও কুসমের সুন-স্পন্দ দর্শনাশে, তারকা স্তবক সমভ্যাসায়ী হইয়া জগতে জ্যোতি জাল প্রয়োজিত করিতে লাগি-লেন। এমত সময়ে এক পরম হংস পরম পিতা পরমেশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গমন

করিতেছেন, তচ্ছ্রবণে সাধু ও সাধু পত্নী এবং দাসী ঐ পরম হংসের পশ্চাত পশ্চাত অনুগামীও অনুগামিনী হইলেন।

পরম হংসের বক্তৃতা।

গীত।

রাগিণী পুরবী। তাল আড়া ঠেকা।

তাঁরে ভাব ওরে মনঃ।
যিনি মনের মনঃ॥

ইন্দ্রিয়েরি অগোচর, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যাহারি রচনা।

যিনি সর্ব্ব মূলাধার, ভ্রমরে নিয়মে যাঁর, সর্ব্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন॥

ন্যায় শাস্ত্র পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পায় স্থল, অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত না জানে তাঁহার।

মীমাংসা সংসয়াপন্ন, হয়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্য মনোতিত সকলেরি কারণ॥

পয়ার।

ও মনঃ এমন করে বৃথা মর খাটি।
শুন বলি সুমন্ত্রণা হবি যদি খাটি॥
গত হোল কত দিন গুণে দাও ঠিক।
ভবের বাজারে যাবে যবে হবে ঠিক॥

পাপ রাশি সহ গিছে হইতেছ ভারি।
ভার হলে ভার ফেলে পলাইবে ভারি॥
এই বেলা মাপা জোকা স্থির হবে কবে।
ওজন হইলে সত্য সবে সত্য কবে॥
তুলে উঠে ভুলে যেন হৈওনা পাষাণ।
গাপ বন্ধ হয়ে যাবে থাইলে পাষাণ॥
ওহে মনঃ তুমি যদি হবে দুই মন।
কেমনে সমান হবে তিনি এক মন॥
নাহ্ মন চলে তথা না চলে শমন।
শমন হইলে তুলে তুলিবে শমন॥
মম ইচ্ছা বুঝ মন তোমারে বুঝাই।
ত্বরিতে সত্য তরিতে করিতে বোঝাই॥
জ্ঞান কর্ণধার সেই ধর্ম্মের সাগরে।
বাণিজ্য ব্যপারে মন লাগরে লাগরে॥
বিভু গুণে চিত্ত হালি করিয়া বন্ধন।
রিপুরে দর্শন দাঁড়ে কর সমর্পণ॥
ভক্তির পতাকা তুলে খুলে দাও তরী।
যাত্রা কর বলি দুর্গা শ্রীহরি শ্রীহরি॥
জয় ডঙ্কা জয় ঢোল বাজারে বাজারে।
আয় সঙ্গে কে কে যাবি ভবের বাজারে॥
কেন মিছে ঘুরে মর বাজারে বাজারে।
আমার মতন তরি সাজারে সাজারে॥
কেন মিছে দিবে কর রাজারে রাজারে।
যাই চল দিব কর রাজার রাজারে॥

অতি টান ধারে চল মাঝারে মাঝারে।
ওই দেখ যায় তরি হাজারে হাজারে ॥
হই ঐক্য ওই সনে মেজারে মেজারে।
দেখ যেন ডুবিওনা বেজারে বেজারে ॥
ওই দেখ কুবাতাস কুটিল কুটিল।
স্থির চিত্ত পালি দণ্ড ক্রটিল ক্রটিল ॥
কুমন্ত্রণা আঙ্গি মেঘ ঘুটিল ঘুটিল।
পাপ ঢেউ তরণীতে উঠিল উঠিল ॥
কুজন উজানে তরি ছুটিল ছুটিল।
অজ্ঞান কুম্ভীর বুঝি লুটিল লুটিল।
মায়া মাঝি ওরে মাজি তরণী কুটিল ॥
ভব হাটে যাওা বুঝি উঠিল উঠিল ॥
ওরে মন বলি শুন তোরে এই শলা।
ধরে হাল দাও বাল চেপে রাখ শলা ॥
ওই দেখ ভব হাটে হইতেছে গোল।
ঘাটেতে ভিড়ায়ে তরী দাও হরি বোল ॥
ঘাটে গিয়া হরি বল কোন গোল নাই।
হরি বল হরি বল হরি বল ভাই ॥
পারানি থাকিলে বল কেবা তারে পারে।
অনায়াসে পার হয়ে চলে যায় পারে ॥
নতুবা ভাবিয়া মরে এপারের সেপারে।
নাহি জানে কিবা ভিন্ন এপারে সেপারে ॥
বান্ধ ঘাটে ভব হাটে বোঝাই তুলিব।
বদর বলিয়া তরী আর না খুলিব ॥

খোল হাল খোল পাল আর ভয় কাকে।
বুঝে দাও বুঝে দাও যাঁর মাল তাঁকে॥
আর যেন কোন কাজে কেহ নাহি ডাকে।
লয়ে ছুটি ছুট ছুটি কর ফাঁকে ফাঁকে॥
ছটপুটি ছুটা ছুটি সব রাখ ঢেকে॥
মরিতে হবেনা আর মরা দলে থেকে॥
কৃষ্ণদাস ভুতনাথ যোরে বলে ডেকে।
নয়াল সাপের মণি মপিওনা ভেকে॥

চৌপদী।

এক রিপু নারী রূপে, বংস সহ সুত ভুপে
কালের বদন কূপে, হাসিতে২ করে রক্ষ।
এক রিপু পশুপতি, হতে দক্ষ প্রজাপতি,
যজ্ঞ সহ কি দুর্গতি, কথনে বিদীর্ণ হয় বক্ষ॥
এক মাত্র রিপু নাম, প্রবল পরশুরাম,
ক্ষত্রিকুলে হয়ে বাম, নিক্ষত্রি করিয়া ছিল ভুমি।
কি করি কি করি বল, ছয় রিপু মহাবল,
হারালেম বুদ্ধি বল, কেবল সম্বল মাত্র তুমি॥
যাঁরা ভব সিন্ধু সেতু, সিন্ধুতে বান্ধেন সেতু
রাবণ নিধোন হেতু, দুই রিপু শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দুই রিপু ব্রজধামে, কানাই বলাই নামে,
যাইয়া মথুরা গ্রামে, করিলেন কংসেরে নিধন॥
কোথায় গেল গৌরব, দুই রিপু কুশি লব,
রাম লক্ষ্মনাদি সব, বধিলেন করিয়া ধুর্ত্তমি।

কি করি কি করি বল, ছয় রিপু মহাবল.
হারালেম বুদ্ধি বল, কেবল সম্বল মাত্র তুমি ॥
বিপ্র ছলে যদুপতি, দাতাকর্ণ পদ্মাবতী.
তিন রিপু এক মতি, হয়ে করে বৃষকেতু নাশ ।
বৃকদরার্জ্জুন হরি, তিন রিপু যোগকরি.
গিয়া মগধ নগরী, জরাসিন্ধে দিল কাল পাশ ॥
শক্তি আর সিংহ দর্প, তিন রিপু করি দর্প.
মহিষাসুরের সর্প, করে চূর্ণ টলমল ভুমি ।
কি করি কি করি বল, ছয় রিপু মহাবল.
হারালাম বুদ্ধি বল, কেবল সম্বল মাত্র তুমি ॥
শকুনি কর্ণ দুজন, দুর্য্যোধন দুশ্শাসন,
চারি রিপু করি পন, ধর্ম্মরাজে পাশায় ছলিল ।
কালি শ্রীরাম লক্ষ্মণ, আর পবন নন্দন,
চারি রিপু বিচক্ষণ, মহীরাবণের প্রাণ নিল ॥
রাজা রাণী গুরু পাত্র, এই চারি রিপু মাত্র,
বধিতে প্রহ্লাদ ছাত্র, কত রূপে করিল দুষ্টমি ।
কি করি কি করি বল, ছয় রিপু মহাবল,
হারালাম বুদ্ধি বল, কেবল সম্বল মাত্র তুমি ॥
পঞ্চরিপু ভুত পঞ্চে, অবয়ব সূত্রে বঞ্চে,
পলাইবে সঞ্চের, স্বীয় মঞ্চে তুলে হাহাকার ।
বংশে পলাবে কুত্র, পঞ্চ রিপু পাণ্ডুপুত্র,
তুলিয়া বিবাদ সূত্র, দুর্য্যোধনে করিল সংহার ॥
পঞ্চ রিপু পঞ্চ তন্ত্র, নাহি হয় এক তন্ত্র,
ভুলাইল মহামন্ত্র, বলিবারে মা দের বোহমি ।

কি করি কি করি বল, ছয় রিপু মহাবল,
হারালাম বুদ্ধি বল, কেবল সম্বল মাত্র তুমি ॥

রাগিণী ললিত। তাল আড়াঠেকা।

তোমা বিনে ত্রিভুবনে বল হে কি আছে বিধি।
তুমি পাংশু তুমি ধূষর, তুমি মহা মূল্য নিধি ॥
তুমি রাত্র তুমি দিবা, তোমা ভিন্ন আছে কিবা তুমি
জীবগণ লীভা, তুমি অন্ত তুমি আদি।
তুমি হেয় তুমি গণ্য, তুমি পাপ তুমি পুণ্য, তুমি
পূর্ণ তুমি শূন্য, তুমি মিত্র তুমি বাদি ॥
কৃষ্ণদাস যুড়ি হাত, বলে ওহে ভুতনাথ, সকলি
তোমার হাত, তুমি ঔষধি ব্যাধি ॥

রাগিণী ভৈরব। তাল তেলেনা।

তব প্রেম মদে, পান আমোদে, বিহ্বল হইয়া পড়িয়া
রই। বাহ্য জ্ঞান ফিরে, চণ্ডুতে মুণ্ড ঘোরে, মণ্ডেং
তব নাম তুণ্ডেতে লই ॥
তব রস অহি ফেন, অহিক পারত্রিকে পান, তব তত্ব
গুলিটেনে হই মম জই।

হৃদয় কলিকা পরে, তব কৃপা গাঞ্জা ভরে, বেদনে
দম দিয়ে নির্দ্দম হই ॥
তব দয়া তাড়ি, লয়ে স্থির নাড়ি, ভক্তির গুড়ুকে
নিযুক্ত হই।
কৃষ্ণদাসে ভাষে, ভূতনাথ পাশে, ধূর্জ্জটি ধুস্তুরায়
সিদ্ধি বা কই ॥

সমাপ্তঃ।